দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব

সালমা আহ্‌মেদ

সহকারী অধ্যাপক, জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

আহমেদ বিন কাদের অনি

শিক্ষার্থীঃ স্নাতকোত্তর, জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সার-সংক্ষেপ: 'ডক্টর ডেথ' নামে পরিচিত ডাক্তার জেমস গ্রিগসনকে নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে গবেষণাকালীন সময়ে, চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিস ১৯৭৬ সালের ডালাস পুলিশ অফিসার রবার্ট ডাব্লিউ উডকে গুলি করে হত্যার মামলাটি নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। কুখ্যাত ডাক্তার জেমস গ্রিগসন ১৬৭টি মামলার সবগুলিতেই মৃত্যুদন্ডের জন্যে সাক্ষ্য দেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি রবার্ট ডাব্লিউ উডকে হত্যার মামলার আসামি র‍্যান্ডাল ডেল এডামসকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্যে সাক্ষ্য দেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিসের এই মামলাটি সম্পর্কে কৌতূহল জাগলে তিনি এটি নিয়েই একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন। যেখানে তিনি অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মামলাটির বিচারিক কার্যের বিভিন্ন ত্রুটি, অসঙ্গতি এবং ফাঁক-ফোঁকর খুঁজে বের করেন। যার ফলস্বরূপ, বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে ১৯৮৯ সালে র‍্যান্ডাল ডেল এডামসের দণ্ডাদেশ বাতিল করা হয় এবং তিনি যে নির্দোষ তা চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে, মামলার মূল সন্দেহভাজন ব্যক্তি ডেভিড হ্যারিসের অপরাধও এই চলচ্চিত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণ করে। চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিস প্রমাণ করেন, কিভাবে চলচ্চিত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি বিচারিক কার্যের রায় পরিবর্তন করে সত্য উদঘাটন করতে পারে। এছাড়া, এরল মরিস 'দ্যা থিন ব্লু লাইন' বাক্যটির মাধ্যমে 'নৈরাজ্যের অপর প্রান্তে একজন প্রতিরক্ষামূলক পুলিশ সদস্যের বিদ্রূপাত্মক, পৌরাণিক' একটি চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। দ্যা থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এরল মরিস বিচারিক কার্যের ভুল- ত্রুটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপরিতলে থাকা ঘটনার গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্যকে বের করা এবং বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নের যে গল্প বিশ্বকে দেখিয়েছেন তার প্রভাব যাচাই এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। অন্য সব দেশের মতো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের অভাবে ভুল বিচার কার্যের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য, সঠিক সত্য খুঁজে বের করে এসকল বিচার কার্যের পুনর্মূল্যায়নের জন্য অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা মানুষের মন পরিবর্তন এবং জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে। এরল মরিস নির্মিত 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি দর্শকদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কারের দাবি করতে অনুপ্রাণিত করবে। যা বিচার প্রক্রিয়াকে আরও ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে সহযোগিতা করতে পারে। 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মুল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব' গবেষণা কর্মটির বিষয়বস্তু এবং পরিচালনার উদ্দেশ্য বর্তমান সময়ের জন্য যৌক্তিক।

কীওয়ার্ড:চলচ্চিত্র, বিচারিক কার্যক্রম, অনুসন্ধান

Society Language and Culture

১.১ গবেষণা সমস্যার বিবরণ – ভূমিকা:

'ডক্টর ডেথ' নামে পরিচিত ডাক্তার জেমস গ্রিগসনকে নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে গবেষণা করার সময়ে, চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিস ১৯৭৬ সালের ডালাস পুলিশ অফিসার রবার্ট ডাব্লিউ উড হত্যার মামলাটি নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। কুখ্যাত ডাক্তার জেমস গ্রিগসন ১৬৭টি মামলার সবগুলিতেই মৃত্যুদন্ডের জন্যে সাক্ষ্য দেন। স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তার গ্রিগসন, পুলিশ অফিসার রবার্ট ডাব্লিউ উড হত্যা মামলার আসামি ২৮ বছর বয়সী র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসকেও অন্যায়ভাবে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করার জন্যে সাক্ষ্য দেন। এই ঘটনা অনুসন্ধানের লক্ষ্যেই চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিস মূলত 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন।

চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মামলাটির বিচারিক কার্যের বিভিন্ন ত্রুটি, অসঙ্গতি এবং ফাঁক-ফোঁকর খুঁজে বের করেন। যার ফলস্বরূপ, বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে ১৯৮৯ সালে র‍্যান্ডাল ডেল এডামসের মৃত্যু দণ্ডাদেশ বাতিল করা হয় এবং তিনি চূড়ান্তভাবে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে, মামলার মূল সন্দেহভাজন ব্যক্তি ১৬ বছর বয়সী ডেভিড হ্যারিসের অপরাধও এই চলচ্চিত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণ করে। এরল মরিস প্রমাণ করেন, কিভাবে চলচ্চিত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি বিচারিক কার্যের রায় পরিবর্তন করে সত্য উদঘাটন করতে সক্ষম। এছাড়া, এরল মরিস 'দ্য থিন ব্লু লাইন' বাক্যটির মাধ্যমে "নৈরাজ্যের অপর প্রান্তে একজন প্রতিরক্ষামূলক পুলিশ সদস্যের বিদ্রুপাত্মক, পৌরাণিক একটি চিত্র" তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এরল মরিস বিচারিক কার্যের ভুল- ত্রুটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপরিতলে অবস্থানরত ঘটনার গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্যকে বের করে আনেন এবং বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নের গুরুত্ব বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন।

এই চলচ্চিত্রে নির্মাতা এরল মরিস মূলত মামলাটির সাক্ষী এবং বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করেছেন। সাক্ষাৎকারগুলো তিনি এমনভাবে কেটে কেটে সাজিয়েছেন যেন দর্শকের নিকট পুরো ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। এখানে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি ঘটনাকে গল্প আকারে উপস্থাপন করার মাধ্যমে মূল রহস্যটি তিনি অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য বের করে আনেন। চলচ্চিত্রটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর পরম কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি উন্মোচন করে। চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে করা পুনঃঅনুসন্ধান, র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের মামলার ক্ষেত্রে একটি শক্ত বিতর্ক উপস্থাপন করে। যেখানে অ্যাডামসকে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তা প্রমাণ করা হয়। তবে চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় পরিচালিত এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে শুধু অ্যাডামসই মুক্তি পাননি। বরং, চলচ্চিত্র নির্মাতা মরিসের এই অনুসন্ধানটি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বৃহত্তর বিষয়গুলি যেমন, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের যোগ্যতা কতটুকু এবং জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকার বিষয়গুলোও বিশ্বের কাছে প্রকাশ পায়।

ঘটনাটি ছিল এমন, ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৬ সাল, পুলিশ অফিসার রবার্ট ডাব্লিউ উডকে দায়িত্বরত অবস্থায় একটি গাড়ি থামানোর সময় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। অপরাধের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ডেভিড রে হ্যারিস নামে একজন ১৬ বছর বয়সী কিশোর। যিনি দাবি করেন যে, তিনি অ্যাডামসের সাথে গাড়িতে ছিলেন।

Society Language and Culture

হ্যারিসকে প্রাথমিকভাবে সন্দেহভাজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। তবে তিনি জানান যে, অ্যাডামসই পুলিশ অফিসার উডকে হত্যা করেছেন। তিনি শুধু তার পাশে বসে ছিলেন। পরবর্তীতে যার কারণে অ্যাডামসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর তাকেই অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং অপরাধের জন্য চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। পুলিশ অফিসার উড খুনের এই ঘটনায় গাড়িতে অবস্থানরত দুজনের বয়সের ব্যবধান এই মামলার বিচারিক কার্যে প্রভাব বিস্তার করে বলে চলচ্চিত্রে প্রমাণ করা হয়।

চলচ্চিত্রটিতে প্রথম থেকে ডেভিড হ্যারিসের একটি দীর্ঘ অপরাধের ইতিহাস দেখানো হয়। তারপর তার বন্ধুদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, যেখানে হ্যারিস তাদের কাছে অফিসার উডকে খুন করেছে বলেও বড়াই করেন। আর সবশেষে তার অডিও রেকর্ডিংয়ে নিজেই একধরনের স্বীকারোক্তি প্রদান করে; যেটি অফিসার উডকে তার হত্যার কথা প্রমাণ করে। এমনকি, বিচার কার্যের সময়ও হ্যারিসের স্বীকারোক্তিগুলো ভালো মত পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় সে-ই মূল অপরাধী।

দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্রটিতে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। যেখানে তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। চলচ্চিত্রটি বেশ কৌশলের সাথে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে যে, অ্যাডামসকে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যগুলো ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অবিশ্বস্ত। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সময়ের সাথে সাথে তাদের গল্প পরিবর্তন করেছে এবং কয়েকজন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পুলিশের দ্বারা প্রশিক্ষিত বা প্রভাবিত ছিল। সেখানে পুরো বিচার ব্যবস্থাকেই দেখা যায় অ্যাডামসকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার জন্যে তৎপর। অ্যাডামসের দোষী সাব্যস্ত হবার ক্ষেত্রে পুলিশের অসদাচরণ ভূমিকা পালন করেছে, সেটি এই চলচ্চিত্রে প্রকাশ পায়।

চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিস মামলাটির সাথে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার, গোয়েন্দা, আইনজীবী, বিচারক, সাক্ষী এবং হ্যারিসের পরিচিত বন্ধুদের সহ মামলার সাথে যুক্ত বেশ কয়েকজনের একান্ত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিস নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হত্যাকান্ড এবং পরবর্তী তদন্ত ও বিচার পরিচালনার বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। যার জন্যে তিনি সাক্ষাৎকার, আর্কাইভাল ফুটেজ, সংবাদপত্রের কাটিং সহ বিভিন্ন তথ্যগুলো পুনর্বিন্যাস করে অনেকটা নাটকীয়ভাবে মূল ঘটনাকে সাজিয়ে চলচ্চিত্রের ফ্রেমে তুলে ধরেছেন।

হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের বিরুদ্ধে আনা প্রমাণগুলির দুর্বলতা এরল মরিস তাঁর চলচ্চিত্রে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরেন। মরিস এখানে চলচ্চিত্রকারের পাশাপাশি একজন অনুসন্ধিৎসু গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিবিড় পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তিনি এখানে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য খোঁজেন এবং বিচারকার্যের ফলাফলে দেয়া ঘটনাগুলির সরকারি সংস্করণকে চ্যালেঞ্জ করেন। ১৯৮৮ সালে চলচ্চিত্রটি মুক্তির ৬ মাস পর, ১৯৮৯ সালে অ্যাডামসকে তার মামলাটি থেকে মুক্ত করা হয়।

Society Language and Culture

প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য, বিচারকার্যে গণমাধ্যমের ভূমিকা, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর পরম এবং চরম ক্ষমতা, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার বিভিন্ন দিক তিনি এই চলচ্চিত্রে প্রমাণসহ তুলে ধরেছেন। এরল মরিসের 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি ৮০-এর দশকের টেক্সাসকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এর তথ্য অনুযায়ী এই দশকে টেক্সাসে খুনের মাত্রা সর্বোচ্চ ছিল। ডেভিড হ্যারিস প্রায় বিনা কারণেই অফিসার উডকে হত্যা করে। তার মধ্যে সাইকোপ্যাথিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যেখানে সে পরবর্তীতে আরও সহিংস কর্মকান্ড চালিয়ে যায়, এমনকি পুনরায় খুনও করে। এরকম অরাজকতা এবং নৈরাজ্যের মধ্যে যদি বিচার কার্য তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে না পারে, তাহলে এরকম ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর সেখানে যদি বিচার ব্যবস্থার ভুলের কারণে র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের মত ব্যক্তিদের ভুগতে হয়, যেখানে প্রকৃত খুনি মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়, সেখানে জনগণের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারানোও স্বাভাবিক।

অন্য সব দেশের মতো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের অভাবে ভুল বিচার কার্যের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য, সঠিক সত্য খুঁজে বের করে এসকল বিচার কার্যের পুনর্মূল্যায়নের জন্য অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা মানুষের মন পরিবর্তন এবং জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে। এরল মরিস নির্মিত 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি দর্শকদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কারের দাবি করতে অনুপ্রাণিত করবে। যা বিচার প্রক্রিয়াকে আরও ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে সহযোগিতা করতে পারে।

'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি আমাদের জীবনের সাথেও প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ এটি ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত হবার সম্ভাবনা এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে ক্যামেরার ফ্রেমে নান্দনিক উপায়ে যুক্তি-প্রমাণসহ চিহ্নিত করেছে। চলচ্চিত্রটি দর্শকদের রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং বিচার ব্যবস্থাকে আরও ন্যায্য ও স্বচ্ছ করে তুলবে এমন সংস্কার দাবির জন্যেও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম। এই চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করে জানা যায়, কিভাবে একজন নির্দোষ মানুষ অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। চলচ্চিত্রটি প্রমাণ করে, বিচার ব্যবস্থা যখন তার নিজের মতো কাজ করছে, তখনও একজনের ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত হবার ঝুঁকি রয়েছে। এই ঝুঁকিটি শুধুমাত্র ৮০ এর দশকের টেক্সাসেই আবদ্ধ নয়। আজও এই ঝুঁকি রয়ে গেছে বাংলাদেশের মতো দেশেও। চলচ্চিত্রটি দর্শকদের সতর্ক থাকতে এবং এমন সংস্কারের দাবি করতে উৎসাহিত করে যা অন্যায় রায় রোধ করতে সাহায্য করতে পারে। চলচ্চিত্রটি ভুল বিচার কার্যকে চ্যালেঞ্জ করতে শেখায়। তাই বর্তমান সময়েও এই চলচ্চিত্রটির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা প্রাসঙ্গিক।

এছাড়া, 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার বেশ কিছু ত্রুটি প্রমাণসহ তুলে ধরে। যেমন, অবিশ্বস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ব্যবহার এবং পুলিশ, তদন্ত বিভাগ বা প্রসিকিউটরিয়াল দলের অসদাচরণ। এই সমস্যাগুলি আজও প্রাসঙ্গিক এবং চলচ্চিত্রটি দর্শকদের সমাজের এই সকল অসঙ্গতি সংস্কারের দাবিতে উৎসাহিত করে। যেগুলো বিচার ব্যবস্থাকে আরও ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে পারে।

Society Language and Culture

অন্যদিকে, চলচ্চিত্রটি জনমত গঠন করতে এবং ন্যায়বিচারের গতিপথকে প্রভাবিত করতে গণমাধ্যমের শক্তিকেও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে। যা আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য ধরনের গণমাধ্যম এখনও বিভিন্ন জনমত গঠন করতে পারে এবং আইনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের অনুসন্ধান প্রমাণ করে, বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেও অন্যায় সংগঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সকলেই যেনো নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য হলেও বিচার কার্যে অনুসন্ধান আবশ্যক।

তবে শুধু র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের ক্ষেত্রেই নয়; ভুল দোষী সাব্যস্ত হবার এরকম অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা মামলা রয়েছে, যেগুলোর সত্যতা পরবর্তীতে অনুসন্ধানের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে। এরকম কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল: "দ্য সেন্ট্রাল পার্ক ফাইভ"- এর ঘটনা; "দ্য ওয়েস্ট মেমফিস থ্রি"- এর ঘটনা; ১৯৯০ সালের জেফরি ডেসকোভিচ নামক এক ব্যক্তিকে মূলত একটি জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে নিউইয়র্কে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ঘটনা; ১৯৯৯ সালের অ্যান্টনি পোর্টার নামক এক ব্যক্তির যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ে একটি জোড়া হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার ঘটনা; ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকের "দ্য স্যাটানিক প্যানিক কেসেস"- এর ঘটনা; ২০০৫ সালে রায়ান ফার্গুসনকে যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরিতে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ঘটনা সহ এরকম অনেক ঘটনা ইতিহাসে ঘটেছে।

অন্যদিকে বিচারিক কার্য সম্পন্ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যার মধ্যে 'ক্রাইম কন্ট্রোল মডেল' এবং 'ডিউ প্রসেস মডেল' দুটি উল্লেখযোগ্য। 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের বিচার কার্যে অনুসন্ধানের প্রভাব এই দুটি মডেলের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়।

'দ্য থিন ব্লু লাইন' পরবর্তী অনেক চলচ্চিত্র এবং সিরিজ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, যেগুলো ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে নির্মিত। এরকম কিছু উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে, নেটফ্লিক্সের তৈরি ২০১৫ সালের "মেকিং এ মার্ডারার"; নেটফ্লিক্সের ২০২০ সালের আরেকটি সিরিজ "দ্য ইনোসেন্স ফাইলস"; ২০১৭ সালের নেটফ্লিক্সের "দ্য কনফেশন টেপস"; ২০১২ সালের "দ্য সেন্ট্রাল পার্ক ফাইভ"; ২০১২ সালে নির্মিত "ওয়েস্ট অফ মেমফিস" ইত্যাদি।

লুকিয়ে থাকা সত্য নানাভাবে ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে। সেটিও আবার নানা উপায়ে উদঘাটন করা যেতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্র যে এই সত্য উদঘাটনের একটি মাধ্যম হতে পারে, তা হয়তো অনেকে ভাবতেও পারেন না। সর্বোপরি 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নির্মাতা এরল মরিস সত্য উদঘাটনের জন্যে অনুসন্ধানের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে একটি বিচারিক কার্যে পুনর্মূল্যায়নের প্রভাব আমাদের সামনে বেশ সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন।

Society Language and Culture

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

'ডক্টর ডেথ' নামে পরিচিত ডাক্তার জেমস গ্রিগসন তার জীবদ্দশায় সকল মামলাতেই প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্যে সাক্ষ্য দেন (Medlin, n.d.) । এই ব্যাক্তি এরল মরিসের কৌতূহলের কারণ হয় এবং তাকে নিয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরির উদ্যোগই তাকে পরবর্তীতে র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের মামলাটি অনুসন্ধানের দিকে ধাবিত করে। এরল মরিস পরবর্তীতে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণ করেন অ্যাডামস নির্দোষ এবং বিচার ব্যবস্থায় যথেষ্ঠ ত্রুটি রয়েছে। বরাবরের মত সকল মামলাতেই অনুসন্ধান হয়। "দ্য থিন ব্লু লাইন" চলচ্চিত্রের অ্যাডামস-এর মামলাটির ক্ষেত্রেও অনুসন্ধান হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুসন্ধান কিংবা সামগ্রিক বিচারকার্যেই যথেষ্ট ত্রুটি এবং ফাঁক-ফোঁকর ছিল। চলচ্চিত্রটিতে তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন, অ্যাডামস নির্দোষ এবং ডেভিড হ্যারিসই প্রকৃত অপরাধী। ১৯৮৮ সালে চলচ্চিত্রটি মুক্তির ৬ মাস পর, ১৯৮৯ সালে অ্যাডামসকে তার মামলাটি থেকে মুক্ত করা হয় (Court of Criminal Appeals of Texas, 1989)।

প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য, বিচারকার্যে গণমাধ্যমের ভূমিকা, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর পরম এবং চরম ক্ষমতা, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার বিভিন্ন দিক তিনি এই চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি 'দ্য থিন ব্লু লাইন'চলচ্চিত্রে নির্মাতা এরল মরিস সত্য উদঘাটনের জন্যে অনুসন্ধানের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে একটি বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটির বিশ্লেষণই 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণার মূল লক্ষ্য।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা:

চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিসের 'দ্য থিন ব্লু লাইন' ৮০-এর দশকের টেক্সাসকে কেন্দ্র করে নির্মিত। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের তথ্য অনুযায়ী এই দশকে টেক্সাসে খুনের মাত্রা সর্বোচ্চ ছিল (Investigation, 2020)। চলচ্চিত্রে দেখা যায় ডেভিড হ্যারিস প্রায় বিনা কারণেই অফিসার উডকে হত্যা করে। তার মধ্যে সাইকোপ্যাথিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যেখানে সে পরবর্তীতে আরও সহিংস কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়, এমনকি পুনরায় খুনও করে। এরকম অরাজকতা এবং নৈরাজ্যের মধ্যে যদি বিচার কার্য তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে না পারে, তাহলে এরকম ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর সেখানে যদি বিচার ব্যবস্থার ভুলের কারণে র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের মত ব্যক্তিদের ভুগতে হয়, যেখানে প্রকৃত খুনি মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়, সেখানে জনগণের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারানোও স্বাভাবিক।

সব দেশের মতো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের অভাবে ভুল বিচার কার্যের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য, সঠিক সত্য খুঁজে বের করে এসকল বিচার কার্যের পুনর্মূল্যায়নের জন্য অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক। এছাড়া, চলচ্চিত্র এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম যা মানুষের মন পরিবর্তন করা এবং জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে। "দ্য থিন ব্লু লাইন" দর্শকদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে

Society Language and Culture

সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কারের দাবি করতে অনুপ্রাণিত করবে। যা বিচার প্রক্রিয়াকে আরও ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে পারে।

'দ্য থিন ব্লু লাইন' আমাদের জীবনের সাথেও সরাসরি প্রাসঙ্গিক। কারণ এটি ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে তুলে ধরে। চলচ্চিত্রটি দর্শকদের রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং বিচার ব্যবস্থাকে আরও ন্যায্য ও স্বচ্ছ করে তুলবে এমন সংস্কার দাবির জন্যেও উদ্বুদ্ধ করে।

এই চলচ্চিত্রটি দেখায় কিভাবে একজন নির্দোষ মানুষ অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। বিচার ব্যবস্থা যখন তার নিজের মতো কাজ করছে, তখনও একজনের ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এই ঝুঁকিটি শুধু ৮০ এর দশকের টেক্সাসেই আবদ্ধ নয়। আজও এই ঝুঁকি রয়ে গেছে বাংলাদেশের মতো দেশেও। চলচ্চিত্রটি দর্শকদের সতর্ক থাকতে এবং এমন সংস্কারের দাবি করতে উৎসাহিত করে যা অন্যায় রায় রোধ করতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া, 'দ্য থিন ব্লু লাইন' ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার বেশ কিছু ত্রুটি তুলে ধরে। যেমন, অবিশ্বস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ব্যবহার এবং পুলিশ, তদন্ত বিভাগ বা প্রসিকিউটরিয়াল দলের অসদাচরণ। এই সমস্যাগুলি আজও প্রাসঙ্গিক এবং চলচ্চিত্রটি দর্শকদের এগুলো সংস্কারের দাবিতে উৎসাহিত করে। যেগুলো বিচার ব্যবস্থাকে আরও ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে পারে। অন্যদিকে, চলচ্চিত্রটি জনমত গঠন করতে এবং ন্যায়বিচারের গতিপথকে প্রভাবিত করতে গণমাধ্যমের শক্তিকেও তুলে ধরে। যা আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য ধরনের গণমাধ্যম এখনও বিভিন্ন জনমত গঠন করতে পারে এবং আইনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, 'দ্য থিন ব্লু লাইন'-এর অনুসন্ধান দেখায়, বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেও অন্যায় সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সকলের জন্য ন্যায়বিচার যাতে নিরপেক্ষভাবে পরিবেশিত হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য হলেও বিচার কার্যে অনুসন্ধান আবশ্যক। বিচারকার্যে ভুল থাকতে পারে এবং অন্যায়ভাবে কেউ শাস্তি পেতে পারে এই বিষয়টি প্রমানের জন্যই 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মুল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি যৌক্তিক বলে গবেষক বিশ্বাস করেন।

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি (উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণী কাঠামো):

আলোচ্য গবেষণাটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক কাজ। বর্তমান গবেষণাটিতে গুণগত 'আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি' ব্যবহার করায় এই গবেষণাকর্মটি বর্ণনামূলক (ন্যারেটিভ অ্যানালাইসিস) । এছাড়া কিছু তত্ত্বের মাধ্যমে এই ঘটনাটির একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে। মূলত তত্ত্বগুলো দ্বারা 'দ্য থিন ব্লু লাইন'-এর পরিস্থিতির একটি বিশ্লেষণ (সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস) করা হয়েছে। 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি এবং একটি বিচার কার্যে অনুসন্ধানের গুরুত্বের বিষয়টি প্রকাশ করে। যেখানে, এই সম্পর্কিত পরবর্তীতে করা একাধিক কাজ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

Society Language and Culture

গবেষণাকর্মটি মূলত পর্যবেক্ষণ নির্ভর। 'দ্য থিন ব্লু লাইন'-এর কয়েকটি বিষয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় সঠিক বিচার নিশ্চিত করণে কেন অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মুল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব'শীর্ষক বর্তমান গবেষণায় নির্বাচিত 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটির আধেয়তে থাকা দৃশ্য এবং অদৃশ্য বার্তাকে চিহ্নিত করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যালোচনা করতে সক্ষম এই 'আধেয় বিশ্লেষণ' পদ্ধতি। এছাড়া ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৬ সাল, পুলিশ অফিসার রবার্ট ডাব্লিউ উডকে দায়িত্বরত অবস্থায় একটি গাড়ি থামানোর সময় গুলি করার পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত সংবাদ এর আধেয়ও বর্তমান গবেষণা কাজে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা, গবেষক, লেখক, একাডেমিশিয়ানদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত এবং ইউটিউবে প্রচারিত সাক্ষাৎকার এবং বিবৃতির আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

প্রথমত আসে, ডেভিড হ্যারিসের স্বীকারোক্তির বিষয়টি। চলচ্চিত্রটির অনুসন্ধান ডেভিড হ্যারিস সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। যেখানে চলচ্চিত্রটির প্রথম থেকে ডেভিড হ্যারিসের একটি দীর্ঘ অপরাধের ইতিহাস দেখানো হয়। তারপর তার বন্ধুদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, যেখানে হ্যারিস তাদের কাছে অফিসার উডকে খুন করেছে বলেও বড়াই করে। আর সবশেষে তার অডিও রেকর্ডিংয়ে সে নিজেই একধরনের স্বীকারোক্তি প্রদান করে; যেটি অফিসার উডকে তার হত্যার কথা প্রমাণ করে। এমনকি, বিচার কার্যের সময়ও হ্যারিসের স্বীকারোক্তিগুলো ভালো মত পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় সে-ই মূল অপরাধী।

দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্রটি প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নেয়। যেখানে তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। চলচ্চিত্রটি বেশ কৌশলের সাথে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে যে অ্যাডামসকে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যগুলো ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অবিশ্বস্ত। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সময়ের সাথে সাথে তাদের গল্প পরিবর্তন করেছে এবং কয়েকজন পুলিশের দ্বারা প্রশিক্ষিত বা প্রভাবিত ছিল।

শুধুমাত্র বয়সে বেশি হওয়ার কারণে দেখা যায় অ্যাডামস, পুলিশের অসদাচরণের স্বীকার হয়। যেখানে পুরো বিচার ব্যবস্থাকেই দেখা যায় অ্যাডামসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্যে তৎপর। অ্যাডামসের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের অসদাচরণ ভূমিকা পালন করেছে, সেটি এই চলচ্চিত্রে প্রকাশ পায়। এমনকি যার মধ্যে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির ব্যবহারও দেখা যায়। এই কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটিতে প্রমাণ করা হয়েছে কেন বিচার কার্য পুনর্মূল্যায়নে অনুসন্ধান আবশ্যক।

বর্তমান গবেষণাটির চরিত্র একদিকে বর্ণনামূলক, অনুসন্ধানমূলক এবং একই সাথে আধেয়বিশ্লেষণ মূলক । 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মুল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

Society Language and Culture

১. তথ্য সংগ্রহ কৌশল:

- 'দ্য থিন ব্লু লাইন'চলচ্চিত্র দর্শন এবং আধেয় বিশ্লেষণ;
- নিবিড় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- 'দ্য থিন ব্লু লাইন'চলচ্চিত্র বিষয়ক লিখিত তথ্য উপাত্ত (বই, পত্রিকা, জার্নাল, গবেষণা, ইন্টারভিউ) সংগ্রহ (literature survey) এবং পর্যালোচনা। এক্ষেত্রে লিখিত মন্তব্য ও বক্তব্যের 'ব্যাখ্যামূলক আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি' (Interpretative Content Analysis) প্রয়োগের মাধ্যমে উপর্যুক্ত গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে।
- 'দ্য থিন ব্লু লাইন'চলচ্চিত্র যে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে সেই ঘটনার প্রকাশিত সংবাদের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের উপকরণ:

বর্তমান গবেষণাটির চরিত্র একদিকে বর্ণনামূলক, অনুসন্ধানমূলক এবং একই সাথে আধেয় বিশ্লেষণমূলক। 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মুল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণায় কোন অনুমতি সিদ্ধান্ত (Hypothesis) দাঁড় করানো হয়নি বরং গবেষণা প্রশ্নের (Research questions) মাধ্যমে নির্বাচিত চলচ্চিত্র, সংবাদ, গ্রন্থ, জার্নাল, ফিচার, ইন্টারনেটের আধেয় বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে।'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মুল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব' – এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র' দেখার জন্য ইউটিউব ব্যবহার করে আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র' সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা, গবেষক, লেখক, একাডেমিশিয়ানদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ইউটিউবে প্রচারিত সাক্ষাৎকার এবং বিবৃতির আধেয় বিশ্লেষণ করার সময় ইন্টারনেট এবং গুগল স্কলার এর সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।
- 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্র যে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে ১৯৭৬ সালের সেই খুনের ঘটনার প্রকাশিত এবং প্রচারিত সংবাদের আধেয় বিশ্লেষণ করার সময় ইন্টারনেট, ইউটিউব এবং গুগল স্কলার এর সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।
- গবেষণা ফলাফল প্রতিবেদন লেখার সময় ইন্টারনেট থেকে খুনের ঘটনা এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কিত প্রাপ্ত বিভিন্ন ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।

Society Language and Culture

- তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নেয়ার জন্য ইন্টারনেটসহ ল্যাপটপ, প্রিন্টার, গুগল স্কলার এবং বিভিন্ন সাইট ব্যবহার করা হয়ছে।

- স্টেশনারি উপকরণ: খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার এবং শার্পনার।

১.৬ গবেষণার প্রশ্ন:

বর্তমান গবেষণাটির চরিত্র একদিকে বর্ণনামূলক, অনুসন্ধানমূলক এবং একই সাথে আধেয় বিশ্লেষণমূলক। 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণায় কোন অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis) দাঁড় করানো হয়নি বরং গবেষণা প্রশ্নের (Research questions) মাধ্যমে নির্বাচিত চলচ্চিত্র, সংবাদ, গ্রন্থ, জার্নাল, ফিচার, ইন্টারনেটের আধেয় বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব' – শীর্ষক গবেষণায় যে প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

- বিচার প্রক্রিয়াকে আরও ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে চলচ্চিত্র বিচারকার্যের রায়কে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে তা প্রমাণ করা;

- বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেও অন্যায় সংগঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে । সকলেই যেনো নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য হলেও বিচার কার্যে অনুসন্ধান আবশ্যক। 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়া এবং কৌশল যাচাই করা;

- অনুসন্ধানের মাধ্যমে নির্দোষকে মুক্ত করে প্রকৃত দোষীকে শাস্তি প্রদানে চলচ্চিত্রের প্রভাব যাচাই;

- বিচারকার্যের রায়কে ভুল প্রমাণ করে চলচ্চিত্র পুনরায় বিচারকার্যের রায় পরিবর্তনে সহায়ক তা প্রমাণ করা;

- বিচারকার্যে গণমাধ্যমের ভূমিকা, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর পরম এবং চরম ক্ষমতা, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার বিভিন্ন দিক চলচ্চিত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় তা প্রকাশ করা;

- দর্শকদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে এবং অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি করতে চলচ্চিত্রের প্রভাব যাচাই;

- চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সত্য উদঘাটনে অনুসন্ধানের গুরুত্ব কতোটুকু তা প্রমাণ করা;

- সমাজে চলচ্চিত্রের ভূমিকা নিয়েও ব্যাপক বিতর্ক আছে। চলচ্চিত্র যে অন্যায় প্রকাশ এবং প্রতিরোধ করে সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে তা প্রমাণ করা;

Society Language and Culture

- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য ধরনের গণমাধ্যম এখনও বিভিন্ন জনমত গঠন করতে পারে এবং আইনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। তেমনি চলচ্চিত্র জনমত গঠন করতে এবং ন্যায়বিচারের গতিপথকে প্রভাবিত করতে সক্ষম তা প্রমাণ করা।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

যদিও এই গবেষণাকর্মটি থেকে বিচারকার্যে অনুসন্ধানের গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যবান কিছু অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়, তারপরেও এই গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি কারণ গবেষণাটির সামগ্রিক সাধারণীকরণকে সীমাবদ্ধ করেছে:

- বর্তমান গবেষণা কর্মটি শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্র দিয়ে বিচার করা হয়েছে। মোটাদাগে আমরা এখানে শুধু 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রকে সামনে রেখেই আলোচনা করেছি। সেক্ষেত্রে, আরও চলচ্চিত্র এবং ঘটনা থাকতে পারতো যেগুলো বিশ্লেষণ করলে ব্যতিক্রম ফলাফল আসার সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রাখা হয়নি। তাই গবেষণার ব্যাপকতার বিচারে, নমুনার পরিসর সংকীর্ণ হওয়ার কারণে একটি সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়।

- অন্যদিকে, ব্যাপকভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন বড় ধরনের বাজেট। সেক্ষেত্রে, কম বাজেট এবং সীমিত সম্পদের কারণে গবেষণাটিতে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়।

- এই বিষয়ে পূর্বে কোন গবেষণা না হওয়ায় তথ্য সংগ্রহে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে এই বিষয়ক তথ্যের স্বল্পতা সাহিত্য পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

২.১ কাহিনীর প্রেক্ষাপট:

'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি ১৯৭৬ সালে টেক্সাসের ডালাসে একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের মামলাটিকে তদন্ত প্রেক্ষাপটে তৈরি। এই চলচ্চিত্রের ঘটনাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেখানে প্রমাণিত হয় যে অ্যাডামসকে ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং আসল হত্যাকারী ছিলেন অন্য একজন। যার নাম ডেভিড হ্যারিস।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, অপরাধের ঘটনার একটি কাল্পনিক ফুটেজ এবং পরবর্তী তদন্ত দিয়ে চলচ্চিত্রটি শুরু হয়। ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৬ সালে, পুলিশ অফিসার রবার্ট উডকে দায়িত্বরত অবস্থায় একটি গাড়ি থামানোর সময় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। অপরাধের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ডেভিড রে হ্যারিস নামে একজন ১৬ বছর বয়সী কিশোর। যে দাবি করে যে অ্যাডামসের সাথে সে ঐ গাড়িতে ছিল। হ্যারিসকে প্রাথমিকভাবে

Society Language and Culture

সন্দেহভাজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। তবে তিনি জানান যে অ্যাডামসই আসলে অফিসার উডকে হত্যা করেছেন। সে শুধু তার পাশে বসে ছিল। পরবর্তীতে যার কারণে অ্যাডামসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর তাকেই অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং অপরাধের জন্য চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিস মামলাটির সাথে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার, গোয়েন্দা, আইনজীবী, বিচারক, সাক্ষী এবং হ্যারিসের পরিচিত বন্ধুদের সহ মামলার সাথে যুক্ত বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তিনি হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তী তদন্ত ও বিচার পরিচালনার বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। যার জন্যে তিনি সাক্ষাৎকার, আর্কাইভাল ফুটেজ, সংবাদপত্রের কাটিং সহ বিভিন্ন তথ্যগুলো পুনর্বিন্যাস করে অনেকটা নাটকীয় ভাবে সাজিয়ে তুলেছেন।

চিত্র: "দ্য থিন ব্লু লাইন" চলচ্চিত্রে সাক্ষাৎকারের সম্মুখীন ব্যক্তিবর্গ।

চলচ্চিত্রে নির্মাতা মরিস মামলাটির গভীরে যাওয়ার সাথে সাথে বিচারের সময়ে উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রমাণ এবং সাক্ষ্যের মধ্যে বেশ কয়েকটি অসঙ্গতি এবং দ্বন্দ্ব উন্মোচন করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মামলাটি প্রসিকিউশনের সময় হ্যারিসের সাক্ষ্যের উপর বিচারব্যবস্থা অনেক বেশি নির্ভর করে। অথচ যিনি নিজেই একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। এছাড়া সে ছিল একজন পরিচিত মিথ্যাবাদী এবং তার পূর্বের অপরাধের ইতিহাসও ছিল। এছাড়া প্রধান সাক্ষীদের মধ্যে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তারা হত্যার সময় অ্যাডামসকে গাড়ি চালাতে দেখেছিলেন, তাদের সাক্ষ্যও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য ছিলনা।

তবে চলচ্চিত্রটিতে শেষ পর্যন্ত মরিস বেশ নির্ভরযোগ্য কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেন এবং দেখান যে অ্যাডামস নির্দোষ, হ্যারিসই প্রকৃত খুনি। তিনি সাক্ষাৎকার, আর্কাইভাল ফুটেজ এবং বিভিন্ন তথ্যের সমন্বয়ে এমন একটি বর্ণনা তৈরি করেন, যা ঘটনাগুলির দাপ্তরিক সংস্করণটিকে চ্যালেঞ্জ করে। যা বেশ দৃঢ়ভাবে অ্যাডামসের বিরুদ্ধে আনা মামলাটির বৈধতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

'দ্য থিন ব্লু লাইন' মামলাটির উপর এরল মরিসের নির্মিত 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি সামগ্রিকভাবে বেশ গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যার ফলে পরবর্তীতে প্রমাণগুলোর পুনঃপরীক্ষা করা হয় এবং অবশেষে কারাগার

Society Language and Culture

থেকে র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামস মুক্তি পায়। চলচ্চিত্রটি ডকুমেন্টারি ঘরানার উপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে স্টাইলাইজড রিঅ্যানেক্টমেন্ট এবং অরৈখিকভাবে গল্প বলার কৌশলকে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে।

২.২ কাহিনী বিন্যাস:

একটি আশঙ্কা জাগানো মিউজিক দিয়ে শুরু হয় 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি, যেখানে টেক্সাসের ডালাস শহরের রাতের কিছু অট্টালিকা এবং স্থাপনার চিত্র দেখানো হয়। প্রথমে র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের সাক্ষাৎকারের ক্লিপ দিয়ে চলচ্চিত্রটি শুরু করা হয়। সেখানে তিনি তার ডালাসে আসার প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা করেন। তার ভাষ্যমতে তিনি এবং তার ভাই অক্টোবরে ওহাইও ছেড়ে চলে আসেন। তারা গাড়ি চালিয়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে যাচ্ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার রাতে ডালাসে প্রবেশ করেন। শুক্রবার সকালে যখন তিনি ডিম খাচ্ছিলেন এবং কফি পান করছিলেন তখন তিনি একটি ভাল কাজের সুযোগ পান। যেখানে অনেক মানুষই বেকার ছিলেন। তখন তার মনে হয়, তিনি মাত্র দেড় দিন হলো এই শহরে আছেন এবং এর মধ্যেই একটি কাজ পেয়ে গিয়েছেন; সবকিছুই যেনো নিখুঁত যাচ্ছিল। বিষয়টা এমন যে তার জন্যে এই শহরটি যেন পূর্ব নির্ধারিতই ছিল।

তখন পুলিশের গাড়ির উপরের ঘূর্ণায়মান লাইটের ক্লিপ দিয়ে পরবর্তী সাক্ষাৎকারে প্রবেশ করা হয়। যেখানে ডেভিড রে হ্যারিসের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ডেভিড রে হ্যারিস, যিনি ইতোমধ্যেই আরেক মামলার আসামি ছিলেন এবং কারাদণ্ডেই ছিলেন। তিনি আসামির পোশাকেই তার দিকের গল্প শোনান। তিনি জানান তিনি এর আগেও একাধিকবার বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। এবারে তিনি তার বাবার একটি পিস্তল এবং একটি শটগান নেয়। (যে পিস্তলটি দিয়ে গুলি করা হয় অফিসার উডকে তার ছবি দেখানো হয়) সাথে প্রতিবেশীর গাড়িটিও চুরি করেন। এর জন্যে প্রতিবেশীর ঘরের তালা ভেঙে ঢুকে গাড়িটির চাবি নেন। তারপর ঠিক কী হয়েছে তার মনে নেই এবং নিজেকে তিনি ডালাসে আবিষ্কার করেন।

চিত্র: র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের *সাক্ষাৎকার* ।

Society Language and Culture

আবার ডালাসের রাতের কিছু চিত্র দেখানো হয়। তারপর আবার র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের বক্তব্য। তিনি পরেরদিন কাজে গেলে দেখা যায় কেউ আসেনি। সপ্তাহান্তে কখনও কখনও তারা কাজ করে, কখনও কখনও করেনা। বাড়ি ফেরার পথে দেখা যায় তার গাড়ির গ্যাস ফুরিয়ে যায়। তখন তিনি গ্যাসের ক্যান নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে থাকলে একজন ব্যক্তি, সেই সময়ে গাড়ি থামায়। তিনি তখন অনুমান করেন, যেহেতু তার কাছে গ্যাসের ক্যান ছিল তাই দেখে সে হয়তো ভেবেছিল তার গ্যাস শেষ হয়ে গেছে। তার মতে তিনি গাড়িটি থেকে ১০০ গজও দূরে ছিলেন না। সেই সময় থ্যাঙ্কসগিভিং উইকএন্ড হওয়ার দরুন কোন গ্যাস স্টেশনও খোলা ছিল না। তিনি থামলেন এবং অ্যাডামসকে জিজ্ঞাসা করলেন তার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা।

শহরের উপর থেকে একটি শট দেখানোর মাধ্যমে, আবার ডেভিড হ্যারিসের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়। যেখানে তার বক্তব্যের সাথে সাথে বক্তব্য সংশ্লিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ের ভিডিও চিত্র দেখানো হতে থাকে। হ্যারিস বলেন, তিনি ডালাসের কোনো একটা রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তখন তিনি সবেমাত্র ১৬ বছর বয়সে পৌঁছেছেন। তখন তিনি রাস্তায় একজন লোককে দেখতে পান, যাকে দেখে তার মনে হয় তার গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। তখন হ্যারিস তাকে নিয়ে কিছু গ্যাস নিতে যায়। সেটাই ছিল র‍্যান্ডাল অ্যাডামস। হ্যারিস তার সাথে পরে অ্যাডামস এবং তার ভাই যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে যায়। অবশেষে সেই সন্ধ্যায় তারা বাইরে গিয়ে কিছু বিয়ার নেয়, একটু গাঁজা ধূমপান করে এবং সেই রাতে একটি সিনেমা দেখতে যায়।

চিত্র: এরল মরিসের মুখোমুখি ডেভিড হ্যারিস।

তারপর আবার অ্যাডামসের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়, যেখানে তিনি বলেন, তারপর আমি শনিবার সকালে উঠে কাজে যাই। কেন আমার এই ছেলের সাথে দেখা হয়েছিল? আমি জানি না। আমার তখন গ্যাস ফুরিয়ে গেল কেন? আমি জানি না, কিন্তু এটা ঘটেছে।

এর মধ্যে যে স্থানে হত্যার ঘটনাটি ঘটেছিল সেটা দেখানো হয়। যেখানে দেখা যায় একটি পুলিশের গাড়ি আরেকটি গাড়িকে থামায় এবং একটি লাল রঙের গাড়ি তাদের পাশ কেটে চলে যায়। তবে পুলিশ সদস্য তখনও তাদের গাড়ি থেকে নামেনি। এখানে দেখানো হয় অফিসার উড গাড়ি থেকে নামার পর তার সহকারী পুলিশ অফিসার তেরেসা তুরকোও গাড়ি থেকে নামেন। অফিসার উড যখন থামানো গাড়ির জানালার সামনে যান, তখন একে একে তাকে একাধিকবার গুলি করা হয়। গুলি করার পর সাথে সাথেই সেখান থেকে গাড়ি চালিয়ে হত্যাকারী প্রস্থান করে। হত্যাকারীকে লক্ষ্য করে অফিসার উডের সহকারী পুলিশ অফিসার হত্যাকারীর গাড়ির দিকে পর পর ২ টি গুলি করেন। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটি অনেক দূরে চলে গেলে সেটির কিছু হয়না। এরই মাঝে অফিসার উডকে করা গুলি তার শরীরের যেসব অংশে লেগেছে, সেগুলোর একটি রিপোর্টের ছবি দেখানো হয়। মৃত অফিসার উডের ছবি, তার জীবদ্দশার ছবি এবং তার পোশাকের ছবিও দেখানো হয়। এছাড়া হত্যাকারীকে খোঁজা হচ্ছে এরকম একটি পত্রিকার সংবাদের ক্লিপিংসও সেখানে দেখানো হয়। সেখানে দেখানো হয় ঘটনাটি ঘটেছে ১৯৭৬ সালের নভেম্বর ২৯ তারিখ, রাত ১২.৩০ টার সময়ে।

চিত্র: অপরাধের ঘটনাস্থলের কাল্পনিক চিত্র।

পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালেরই ২২ ডিসেম্বর অ্যাডামসকে গ্রেফতার করার সংবাদ দেখানো হয়। এরই মধ্যে তার বক্তব্য দেয়া হয়। যেখান থেকে জানা যায় তাকে ২১ ডিসেম্বর উঠিয়ে নেয়া হয় এবং সেখানে তাকে একটি ছোট কক্ষে রাখা হয়। কক্ষে ডালাসের হোমিসাইড ডিটেক্টিভ গাস রোজ এসে তাকে একটি স্বীকারোক্তির কাগজে স্বাক্ষর করতে জোরাজোরি করেন। কিন্তু অ্যাডামস তা করতে অস্বীকার করেন। গাস রোজ তখন সেখান থেকে চলে যায় এবং ১০ মিনিট পরে আবার ফিরে আসেন। তারপর অ্যাডামসের টেবিলের সামনে একটি পিস্তল রাখেন। তারপর বলেন সেটির দিকে তাকাতে। তারপর পিস্তলটি অ্যাডামসকে তুলতে বলা হয়। কিন্তু এতেও অ্যাডামস অস্বীকার করেন। তখন গাস রোজ তাকে হুমকি দেয়, তাতেও অ্যাডামস অস্বীকার

করে। সেই মুহূর্তে গাস রোজ অ্যাডামসের দিকে তার সার্ভিস রিভলভারটি তাক করে। অ্যাডামস সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি পিস্তলের ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করেন না, তিনি হুমকিও পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, হয়তো সেই মুহূর্তে গাস রোজ তার স্বাক্ষর নিবেন অথবা তাকে খুন করবেন, এক্ষেত্রে নিশ্চয় তিনি স্বাক্ষরের কথা ভুলে গিয়েছেন যেহেতু তিনি তার রিভলভার তার দিকে তাক করেছেন। পরবর্তীতে গাস রোজ টেবিলে রাখা পিস্তলটি তুলে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

তারপর চলচ্চিত্রে গাস রোজের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, অ্যাডামসের সাথে তার শুরুতে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ, সাধারণ আলাপ আলোচনা হয়। যাতে করে তিনি অ্যাডামস সম্পর্কে জানতে পারেন যে সে কি পছন্দ করে, কি করে না। তিনি বলেন, তার কাছে সেই মুহূর্তে মনে হয় অ্যাডামসের কোনো বিবেক নেই এবং সে যা করেছে সেই সম্পর্কে তার কোনো মাথা ব্যথাও নেই।

তারপর আরেকজন হোমিসাইড ডিটেক্টিভ জ্যাকি জনসন এর বক্তব্য দেখানো হয়। যেখানেও তিনি প্রায় একই কথা বলেন। যে অ্যাডামস কোনো প্রকারই অনুভূতি প্রদর্শন করেন নি। যেখানে তিনি সাধারণ ভাবেই কক্ষটিতে বসে কক্ষের দেয়ালের রঙের মত সাধারণ ব্যাপারের মত পুলিশ অফিসারের হত্যার বিষয়টি নিয়েও কোনো প্রকার ভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া দেখান নি।

এরপর আবার গাস রোজের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়, যেখানে তিনি বলেন, অ্যাডামস শুধু বলেন তিনি কিছু করেনি। তিনি শুধু প্রতিবাদ করেন তিনি নির্দোষ। তিনি আসার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধাও দেননি, কিছুই করেননি। বেশ সাধারণ ভাবেই এসেছেন।

এই মুহূর্তে অ্যাডামসের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়। যেখানে শনিবার কি কি হয়েছে তার সঙ্গে তিনি তাদের বলেন। কিভাবে একটি ছেলের সাথে দেখা হয়, একই বিষয় তিনি তাদের বার বার বলেন। কিন্তু তারা তাকে বিশ্বাস করে নি। তাকে কাউকে টেলিফোন করতে দেওয়া হয়নি, তাকে কোনো আইনজীবীর সাথেও কথা বলতে দেওয়া হয়নি। সেখানে তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে রাখা হয়।

তারপর আবার জ্যাকি জনসনের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়, যেখানে তিনি বলেন, অফিসার উড গাড়িটিকে মামলা দেওয়ার জন্যে থামায়নি। সম্ভবত শুধু সামনের গাড়ির হেডলাইট চালু করার জন্যে বলতে নেমেছিলেন।

আরেকজন হোমিসাইড ডিটেক্টিভ মার্শাল টুখটনের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়। তিনি বলেন, উড জানতেন না যে গাড়িটি চুরি করা ছিল। খুব সম্ভবত গাড়ির হেডলাইট এবং ড্রাইভার লাইসেন্স দেখার জন্যে জন্যে তাকে থামায়।

জ্যাকি জনসন বলেন, অফিসার উডের স্ত্রী তার জন্যে একটি বুলেটপ্রুফ ভেস্ট কিনে তা ক্রিসমাস ট্রি এর নিচে রেখেছিলেন। তাকে বড়দিনের উপহারস্বরূপ সেটি দিবেন বলে ঠিক করা ছিল।

Society Language and Culture

চিত্র: খুন হওয়া অফিসার উড।

ইন্টারনাল এফেয়ার্স ইনভেস্টিগেটর ডেল হল্ট এর সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, অফিসার উডের সহযোগী ছিলেন তৎকালীন সময়ের প্রথম নারী পুলিশ অফিসারদের একজন। তারা রাতের শিফটে কাজ করছিলো এবং একটি ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার কিনে খাচ্ছিল। তখন তারা একটি গাড়ি দেখতে পায়, যার ভিতরে দুইজন লোক ছিল এবং যেই গাড়ির সামনে হেডলাইট বন্ধ ছিল। এটা কোনো গুরুতর সমস্যা ছিল না। শুধু তারা তাদের লাইট অন করতে সতর্ক করার জন্যে থামায়। অফিসার উড সেই গাড়ির জানালার সামনে যেতে যেতেই জানাল থেকে ভিতরে থাকা ব্যক্তি তাকে গুলি করে। কোথায় কোথায় গুলি করে তাও তিনি বর্ণনা করেন। তবে এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রটিতে অ্যাডামসকে গাড়িটির সিটে বসে থেকে গুলি করতে দেখা যায়। গুলির পর অফিসার উড রাস্তার উপড়ে থাকে এবং মারা যান। তখন তার সহযোগী গুলির শব্দ শুনে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসে এবং পর পর গুলি করে তার বন্দুকের গুলি খালি করে ফেলে। এখানে তিনি আরও বলেন, সহযোগী পুলিশ অফিসার তেরেসা সঠিক নিয়ম অনুসরণ করেন নি। তবে তিনি এও বলেন, সেই পরিস্থিতিতে নিয়ম অনুসরণের জন্যে তাকে দায়ী বা করবেন কিভাবে? অন্যদিকে সহযোগী অফিসার সেই গাড়ির নাম্বার প্লেটও মনে রাখতে পারেন নি।

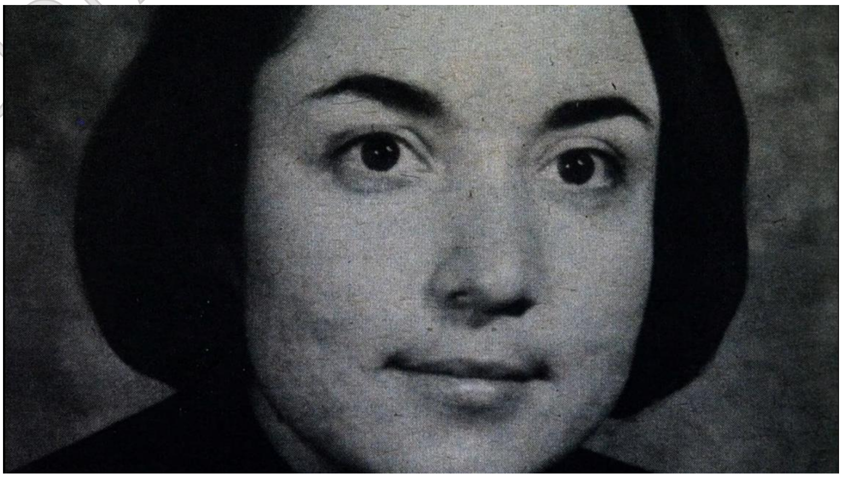

চিত্র: অফিসার উডের সহযোগী পুলিশ অফিসার তেরেসা।

Society Language and Culture

মার্শাল টুখটন বলেন, তাদের কাছে সেই সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো ধরনের প্রমাণাদিই ছিলনা। তারা শুধু জানত যে তাদের একটা নীল রঙের ভেগা গাড়ি খুঁজতে হবে। সেই সময় টেক্সাসের প্রায় সকল ভেগা গাড়িকে থামানো হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। মানুষ তাদের অফিসে ফোন দিয়ে বলতে থাকে যে, 'আমার একটি ভেগা আছে কিন্তু সেটি নীল না, আপনারা এসে সেটি পরীক্ষা করে দেখেন'। কারণ তারা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থামতে থামতে বিরক্ত এবং ভীত।

এই মুহূর্তে চলচ্চিত্রে একটি সংবাদপত্রের কাটিং দেখানো হয় যেখানে থাকে ৫০ জন পুলিশ অফিসার হত্যাকারীকে ধরার জন্যে তদন্ত করছেন।

এ পর্যায়ে ডেল হল্ট বলেন, আপনি যখন একটি হত্যা মামলায় তদন্তকারীর দায়িত্ব পালন করছেন, তখন বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীদের উপর হতাশ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন একজন পুলিশ অফিসার আপনার প্রত্যক্ষদর্শী, আপনি আশা করবেন তিনি অবশ্যই তেরেসা এর তুলনায় বেশি কিছু জানবেন। ২ জন পুলিশ অফিসার যখন ডিউটিতে থাকেন তখন নিয়মটি হচ্ছে, একজন পুলিশ অফিসার বের হলে আরেকজন পেছনে থেকে তাকে কভার করবেন। যাতে করে সামনের জন বিপদে পড়লে পিছনের জন সাহায্য করতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে তখন দেখা যায় যে, অফিসার উডের সহযোগী তখন গাড়িতেই বসে ছিলেন। যখন তিনি বের হয়ে সামনের গাড়ির দিকে যান। এখানে একটি অসঙ্গতি ছিল, যে সহযোগী তেরেসা কি ওইসময় গাড়ির ভিতরে ছিলেন নাকি বাইরে। সম্পূর্ণ বাইরে ছিলেন নাকি আংশিক, নাকি পুরোপুরি ভেতরে, দরজা বন্ধ অবস্থায়। অনেকগুলো প্রশ্ন চলে আসে। তারপর তারা একটি পদক্ষেপ নেয়, যাতে তাদের অনেক অর্থ খরচ হয় এবং খুব বেশি উপকারও পায়নি। ক্যালিফোর্নিয়ার একজন হিপনোটিস্ট এসে তেরেসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু তেরেসা খুব বেশি কিছু মনে করতে পারেন নি।

গাস রোজ বলেন, বড়দিন চলে আসছিল, এর পূর্বে কোনো পুলিশ অফিসারের হত্যাকারীকে ধরতে এতদিন লাগেনি। প্রায় ১ মাস হতে চলেছিল কিন্তু এটি সমাধান হচ্ছিল না। তারপরে টেক্সাসের ভাইডর নামক স্থান থেকে সমাধানের প্রথম লিড আসে।

as Morning News
Dallas, Texas, Monday, November 29, 1976 — 4 Sections — Price 15 Cents

Officer's killer sought

Five shots fired from car hit policeman

By BILL KENYON

TERESA TURKO — Fired shots at car.

ROBERT WOOD — Officer killed Sunday.

'Young, quiet man' dies after burying his budd

By DOUG DOMEIER

চিত্র: ডালাস মর্নিং নিউজ পত্রিকার সংবাদ।

ভাইডরের পুলিশ ডিটেক্টিভ স্যাম কিট্রেল তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, ভাইডরের মিস্টার ক্যালভিন কানিংহ্যামের বাসা থেকে তার মারকিউরি কমেট গাড়িটি চুরি হয়। তিনি মনে করেন, ডেভিড হ্যারিসই সেই গাড়িটি চুরি করেন। অনেকদিন যাবতই ডেভিড নিখোঁজ ছিল। তারা কিছু তথ্য পেতে থাকে যে, ডেভিড হ্যারিস ডালাসের একজন পুলিশ অফিসার হত্যার সাথে হয়তো জড়িত ছিলেন। হ্যারিসের বন্ধুদের থেকে কিছু তথ্য পেতে থাকেন তারা যে সে পুলিশ অফিসার হত্যা করেছে এরকম বড়াই করছিল।

তখন টেক্সাসের ভাইডর নামক স্থান থেকে হ্যারিসের কয়েকজন বন্ধুর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। ডেভিড হ্যারিসের বন্ধু হুটি নেলসন, তার সাক্ষাৎকারে বলেন, ডেভিড হ্যারিস তার বাসায় আসেন, তখন টেলিভিশনে ডালাসের পুলিশ অফিসার হত্যার একটি সংবাদ দিচ্ছিল। তখন হ্যারিস নাকি জোর গলায় বলছিল, সে ওই পুলিশকে হত্যা করেছে। হ্যারিসের আরেক বন্ধু, ডেনিস জনসন বলেন, তাকে এক পুলিশ অফিসার থামায়। তখন পুলিশ অফিসার তার গাড়ির কাছে আসলে সে জানালা দিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করে। হ্যারিসের বন্ধু ফ্লয়েড জ্যাকসনও একই কথা বলেন যে হ্যারিস এসে অনেক বড় একটি ঝামেলা বাঁধায় এই নিয়ে যে, সেই ওই পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেছে সেটি বিশ্বাস করাতে চায় বন্ধুদের। সবাইকে সে বলে বেড়াচ্ছিল, যে সে ওই পুলিশ অফিসারকে গুলি করেছে।

পরবর্তীতে পুলিশ ডিটেক্টিভ স্যাম কিট্রেল যখন হ্যারিসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন সে বলে যে সে ডালাসেই যায়নি, কোনো গুলির ঘটনা সম্পর্কেও সে কিছু জানে না। ডেভিড হ্যারিসের বন্ধু হুটি নেলসনকে সে তার পিস্তলটিও দেখায় যেটি দিয়ে সে পুলিশ অফিসারকে গুলি করেছিল। তারপর একটি জলাভূমির স্থানে হ্যারিস সেই পিস্তলটি ফেলে আসে।

চিত্র: ডেভিড হ্যারিসের ব্যবহৃত পিস্তল।

তারপর হ্যারিস নিজেই হত্যা সম্পর্কে ডালাসের পুলিশকে জানায়। মার্শাল টুখটন বলেন, হ্যারিস তাদের বলেন যে তাদের সে সঠিক তথ্য বলবে। তখন সে তাদের বলে যে, সে এটা নিয়ে বড়াই করছিল। কিন্তু আসলে সে

Society Language and Culture

হত্যা করেনি। তবে কে করেছে সে জানে। যাতে করে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে। সে খুব বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাদেরকে তথ্য জানায়। গাস রোজ বলেন, হ্যারিস যা বলছিল সেগুলো তাদের মামলাটির সাথেই মিলে যাচ্ছিল।

এই মুহূর্তে হ্যারিসের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়, যেখানে তিনি বলেন যে, ১২ টার দিকে তাদের গাড়ি থামানো হয়। তখন পুলিশ অফিসার গাড়ির ড্রাইভার লাইসেন্স দেখতে চায় এবং এর মধ্যে অ্যাডামস গুলি করা শুরু করে। তারপর তারা অ্যাডামসের ভাই এর মোটেলে যায়। কিন্তু তার ভাই হ্যারিসের থাকা পছন্দ করবে না বলে জানান অ্যাডামস। তারপর হ্যারিস একটি পার্কিং লটে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপরের দিন সকালে সে তার বাড়ির দিকে চলে যায়।

অ্যাডামসের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কিছুক্ষণ হ্যারিসের সাথে চলার পর তিনি বুঝতে পারেন হ্যারিসের কাছে কিছু অস্ত্র রয়েছে। তারপর তারা একটি রেস্টুরেন্টে থাকে এবং স্যান্ডউইচ কিনে গাড়িতে খায়। অ্যাডামস তাকে বার বার পিস্তল ঢুকিয়ে রাখতে বললেও হ্যারিস বার বার তার পিস্তল বের করে পাগলামো করছিল। তারপর সেখান থেকে তারা ড্রাইভ-ইনে একটি মুভি দেখতে যায়, মুভিটি অশ্লীল ছিল এবং একপর্যায়ে অ্যাডামস আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সেটি দেখার। কিন্তু হ্যারিস সেটি দেখতে চায়। কিন্তু শেষে তারা সেখান থেকে প্রস্থান করে। তারপর তারা মোটেলের দিকে যায়, যেখানে অ্যাডামস থাকছিল। সেখানে অ্যাডামস নেমে পড়ে এবং চলে যায়। রুমে ঢুকে অ্যাডামস দেখতে পায় তার ভাই ঘুমাচ্ছিল এবং টিভিতে ক্যারোল বার্নেট নামক একটি শো চলছিল ৯ টার দিকে। তারপর তিনি ১৫ মিনিটের মত সংবাদ দেখে ঘুমাতে চলে যান।

যখন তাকে আটক করা হয়, পরবর্তীতে একজন স্টেনোগ্রাফার এসে তার বক্তব্য লিখেন এবং তাকে সেটিতে স্বাক্ষর করতে বলা হলে তিনি করেন।

জ্যাকি জনসন বলেন, অ্যাডামস গাড়িটি ড্রাইভ করেছেন তা তিনি স্বীকার করেছেন। তবে এক পর্যায়ে তিনি এক জায়গার তথ্য মনে করতে পারছেন না বলেন জানান। তিনি কোনো পুলিশ অফিসারের থামানো কিংবা গুলি করা সম্পর্কে কিছুই মনে করতে পারেন নি।

ডিটেক্টিভদের বক্তব্য মতে, তিনি ড্রাইভিং করেছেন, হত্যা করার জায়গার দিকেও গিয়েছেন কিন্তু গুলির ঘটনা সম্পর্কে কিছু মনে করতে পারছেন না। শুধু তার মোটেল রুমে যাওয়া পর্যন্ত তার মনে আছে। তারা তার এই বক্তব্য বিশ্বাস করেনি।

অ্যাডামস বলেন, ডালাসের দ্য মর্নিং নিউজ পত্রিকাও তারপরের দিন রিপোর্ট করে যে, অ্যাডামস একটি স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করেন যেটিতে তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনিই হত্যাটি করেছেন এবং তারা তাদের খুনিকে পেয়ে গিয়েছে। তিনি যে স্টেটমেন্টটিতে স্বাক্ষর করেছেন তা কোনোভাবেই একটি স্বীকারোক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

Society Language and Culture

চিত্র: গ্রেফতার হওয়া র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামস।

ডিটেক্টিভরা পরবর্তীতে বুঝতে পারেন যে, তাদের আসলে নীল ভেগা না নীল কমেট গাড়ি খোঁজার কথা।

ডিফেন্স এটর্নী এডিথ জেমস বলেন, তিনি তার মক্কেলকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন এমন না। তার সব মক্কেল যে নির্দোষ এমনও তিনি মনে করেন না। তিনি তার মামলাতে পরবর্তীতে ডিফেন্স এটর্নী ডেনিস হোয়াইটকে যুক্ত করেন। অ্যাডামসের মামলা নিয়ে ডেনিসও বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বলেন আমরা এই মামলাটি জিততে পারি। যেহেতু তার বিরুদ্ধে কোনো শক্ত প্রমাণ নেই, শুধু একজন ডেভিড হ্যারিসই আছেন।

ডিফেন্স এটর্নী ডেনিস হোয়াইট ভাইডরে গিয়ে জানতে পারেন যে, অফিসার উড খুন হওয়ার পরে হ্যারিস আবার ভাইডরে ফিরে আসেন এবং সেখানে একটি ডাকাতিও করেন। সাথে আরও কিছু চুরির কাজেও জড়িত হন।

ডেভিড হ্যারিস তার সাক্ষাৎকারে জানায়, তিনি এগুলো করে নিজেই আবার ধরা দেন পুলিশের কাছে।

এডিথ জেমস বলেন, এটা কি অদ্ভুত না যে, একটা ডাকাতি হল ডেভিড হ্যারিসের একই পিস্তল দিয়ে, ডেভিড হ্যারিসের গাড়ি দিয়ে, যাতে সে অ্যাডামসকে উঠায়। খুনের সকল সরঞ্জামই ডেভিড হ্যারিসের কাছে। কিন্তু সেখানে সে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বিচারে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা পালন করছে। বিষয়টা অদ্ভুত কিনা? এ বিষয়ে কিছু করতে বলা হলে, ভাইডরের ডিস্ট্রিক্ট এটর্নী জানান যে, তারা তাদের তরুণদের জীবন ধ্বংস করতে আগ্রহী না।

ডেনিস হোয়াইট, বিচারপতির নিকট ক্রাইম স্প্রি থিওরি পেশ করেন এবং হ্যারিসের করা অপরাধগুলো তুলে ধরতে চাইলে তিনি সেটি নাকচ করে দেন।

Society Language and Culture

এডিথ জেমসের মতে, তাদের কাছে একজন ২৮ বছর বয়সী যুবক থাকার কারণে তারা ১৬ বছর বয়সী কিশোরকে বিচার করতে চায় নি। যেহেতু টেক্সাসে এই কিশোরের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। সেহেতু তারা যেন মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে, তার জন্যে ২৮ বছর বয়সী অ্যাডামসকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায়।

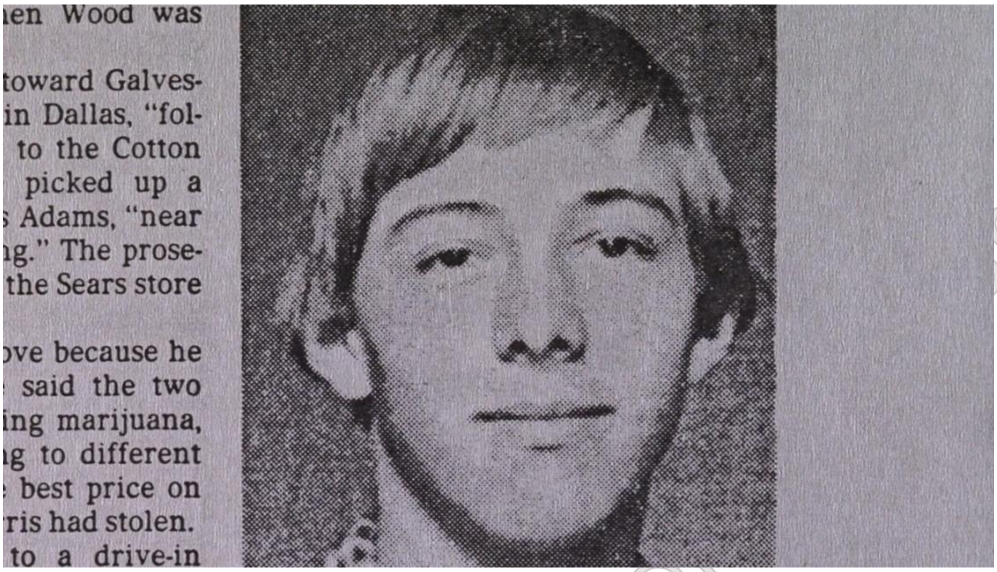

চিত্র: পত্রিকায় ডেভিড হ্যারিস।

পরবর্তীতে দেখা যায়, কিছু প্রত্যক্ষদর্শী নিজে থেকে এসে বলেন তারা পুলিশ অফিসারকে খুন হতে দেখেছেন।

অ্যাডামস বলেন, এই পুরো ঘটনাটাই প্রথম থেকেই ২ ঘন্টা পরে ঘটেছিল। তার সাথে হ্যারিসের প্রথম দেখা হয় সকাল ১০ টায়। কিন্তু হ্যারিস বলে তাদের দেখা হয় দুপুরের দিকে। এরকম করে সবকিছুই ২ ঘন্টা পরে ঘটেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এরকম করে পুলিশ হত্যার ২ ঘন্টা আগে পর্যন্ত, যেখানে তিনি উপস্থিতই ছিলেন না, সেখানে একটি মিথ্যা ঘটনা বানিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সমস্যা বাঁধে যখন অ্যাডামসের ভাই সাক্ষ্য দেন যে, তার ভাই সেই রাতে তার সাথেই ছিল সারারাত। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ঝামেলায় যুক্ত হতে চান নি এবং তার বক্তব্যটি প্রত্যাখ্যান করেন।

অ্যাডামস বলেন, অফিসার উডের সহকারী তেরেসার আসল বক্তব্য এবং আদালতের বক্তব্য ছিল ভিন্ন। অথচ যেখানে প্রাথমিক আসল বক্তব্যটিই হওয়া উচিত ছিল সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। কেননা তেরেসার বক্তব্যটি হত্যা ঘটনার মাত্র ১৫-২০ মিনিট পরে তিনি দেন। অথচ আদালতে তার সাক্ষ্য কোনোভাবেই মিলে না। আদালতে, সে সাক্ষ্য দিয়েছে, উড গাড়ি থেকে নামলে সেও গাড়ি থেকে নামে। তার আসল বিবৃতিতে বলা হয়, 'হত্যাকারীর জামায় একটি পশমের কলার' ছিল। আদালতে তা হয়ে যায়, 'ঝাঁকড়া চুল'। অথচ হ্যারিসের সাক্ষ্য অনুযায়ী তার জ্যাকেটটি তেরেসার প্রাথমিক বক্তব্যের মতোই ছিল। তেরেসার প্রাথমিক বক্তব্য অনুযায়ী হ্যারিসই দোষী হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি তার প্রাথমিক বক্তব্য আদালতে পরিবর্তন করে ফেলেন।

Society Language and Culture

এডিথ জেমস ধরে নেন, পরেরদিন মামলায় অ্যাডামস মুক্তি পেয়ে যাবেন। কিন্তু আদালতে গিয়ে দেখেন ৩ জন নতুন প্রত্যক্ষদর্শী আসেন। সেখানে মিসেস মিলার উঠেই বলেন, যে এই ব্যক্তিই (অ্যাডামস) খুন করেছেন। তিনি দেখেছেন।

পরবর্তীতে মিসেস মিলার এবং তার স্বামীও তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। যেখানে দুইজনের বক্তব্যে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। এডিথ জেমস, মিসেস মিলারের কিছু বক্তব্যের মিথ্যা অংশও তুলে ধরেন। এমনকি তাদের সাক্ষ্য প্রদানের পিছনের উদ্দেশ্যও তিনি বের করতে সক্ষম হন।

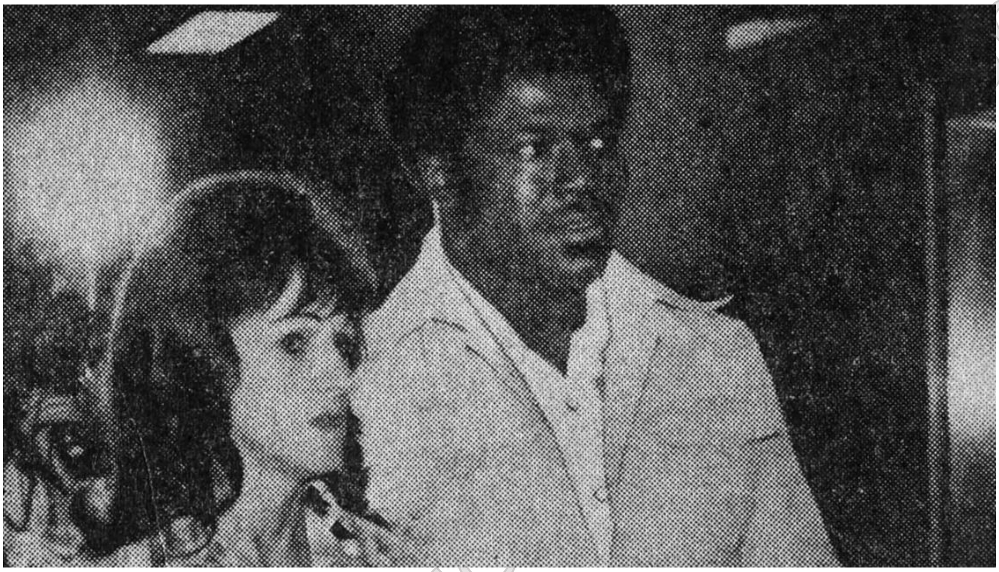

চিত্র: মিসেস মিলার এবং তার স্বামী।

ডেনিস হোয়াইটের সাথে একজন মহিলা যোগাযোগ করে বলেন, মিসেস মিলার তার জীবনে কখনো কোনোদিন সত্য কথা বলেনি। এমনকি এই মহিলা ডিস্ট্রিক্ট এটর্নীর সাথে এ সম্পর্কে জানানোর জন্যে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

এই মহিলা ছিলেন, এলবা কার। তিনি বলেন এই দম্পত্তি ছিল প্রতারক। এমনকি মিসেস মিলারের স্বামী আর.এল. মিলার তাকে বলে, সে সেদিন রাতে কিছুই দেখতে পায় নি অন্ধকারের কারণে। তারা এটা শুধু টাকার জন্যে করেছে। এমনকি সে এও বলে যে, পর্যাপ্ত টাকা দেওয়া হলে তাকে তারা যা বলতে বলবে তাই সে বলবে। যা দেখতে বলবে তাই দেখবে।

মাইকেল র‍্যান্ডাল নামক আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তিনি একজন সেলসম্যান এবং তিনি যা দেখেন তাই মনে রাখেন। সেখানে তিনি বলেন, তিনি দেখেছেন একজন পুলিশ অফিসার ২ জনকে থামতে। যেখানে ড্রাইভার ছিলেন অ্যাডামসের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একজন ব্যক্তি। আরেকজনের মুখের কোনো চুল ছিলনা। এই বক্তব্যের সময় মাইকেলকে দেখা যায় ইতস্তত করতে এবং কোনো তথ্য সম্পর্কে ঠিকভাবে মনে না করতে। তিনি কোনো তথ্য

সম্পর্কেই নিশ্চিত ছিলেন না। তবে তিনি কোনো বুলেট, গুলি কিছুই দেখেন নি, শোনেন নি। কারণ তিনি সামনে এগিয়ে চলে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী থেকে তদন্তকারীরা বলেন যে, তারা নিশ্চিত হন যে অ্যাডামসই উডকে হত্যা করেছেন। শুধু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী থেকে অ্যাডামসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

মৃত্যুদন্ডের ক্ষেত্রে সেই সময় পরীক্ষা করা হত, যে ব্যক্তিটি কি পুনরায় একই অপরাধ করবে কিনা। সেটি পরীক্ষা করার জন্যে, একজন মানসিক রোগের চিকিৎসক পাঠানো হয়। যেখানে পাঠানো হয়, ডাক্তার গ্রিগসনকে। তারা দেখেন যে হত্যার জন্যে অপরাধীরা অনুশোচনায় ভোগে কিনা। অবশ্যই যে অপরাধ করেনি, সে কোন প্রকার অনুশোচনা বোধ করবে না।

অ্যাডামসকে কিছু সাধারণ প্রশ্ন করা হয় এবং কিছু কাজ করতে বলা হয়। সেই থেকেই তাকে মৃত্যুদণ্ডের জন্যে সাক্ষ্য দেন গ্রিগসন।

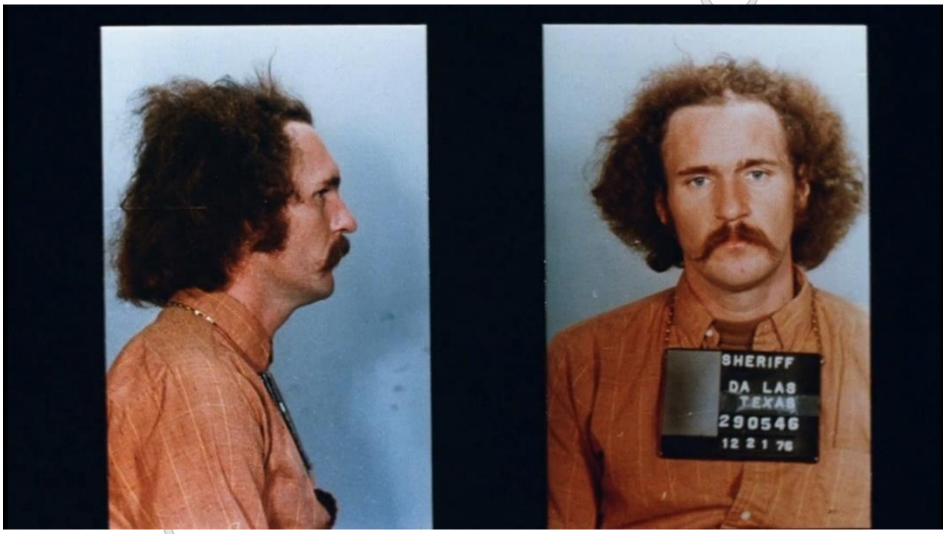

চিত্র: র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের *ম্যাগশট।*

এডিথ জেমস বলেন, গ্রিগসন সবসময়ই বলেন যে, অপরাধীরা ভবিষ্যতেও একইরকম ভয়ানক অপরাধ করবে।

ডেনিস হোয়াইট বলেন, তিনি মাঝে মাঝে ভাবেন কেনো অ্যাডামস এটা করবে। তার কোনো কারণই তিনি খুঁজে পান না। অতীতেও তার কোনো এরকম ঘটনা ঘটানোর রেকর্ড নেই। অথচ অন্যদিকে ডেভিড হ্যারিসের একাধিক অপরাধের ঘটনা ছিল।

অ্যাডামসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এ পর্যায়ে অ্যাডামস তার করুন পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেন।

Society Language and Culture

পরবর্তীতে আপিল করা হলে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে তার মৃত্যুদণ্ডটি বাতিল করা হয়। তবে ডিস্ট্রিক্ট এটর্নী হেনরি ওয়েডের কারণে আবার অ্যাডামস সঠিক বিচার পাননি। তার কারণে অ্যাডামসকে পরবর্তীতে যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

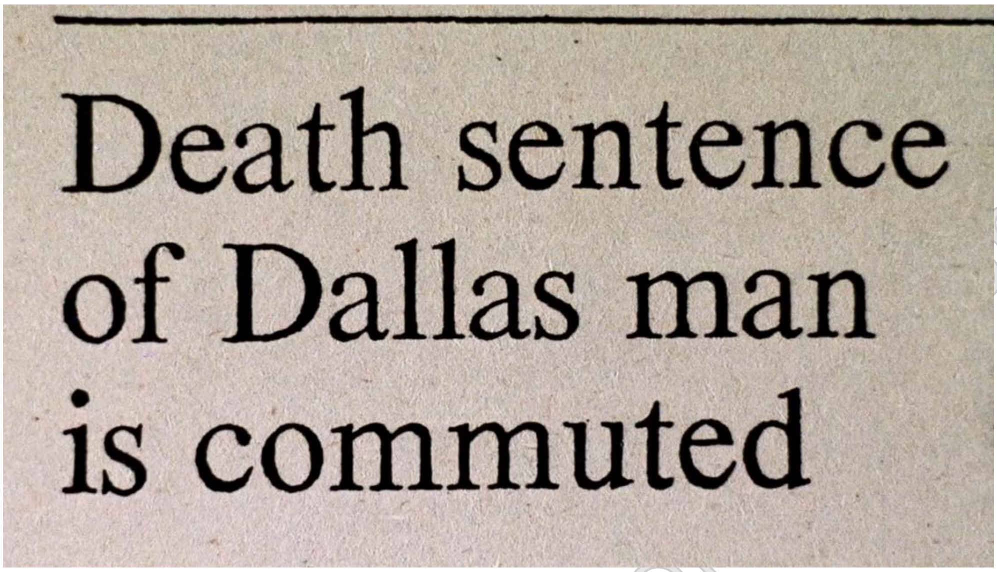

চিত্র: সংবাদপত্রে র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের *শাস্তি কমানোর সংবাদ।*

ডেভিড হ্যারিস পুনরায় অপরাধ করতে থাকে এবং তাকে বেশ কয়েকবার কারাগারে বন্দী করা হয়। কিন্তু সেগুলোর জন্যে সে প্রতিবারই ছাড়া পায়।

এমনকি প্রত্যক্ষদর্শীর একজন, মাইকেল র‍্যান্ডালও পরবর্তীতে বলেন, অন্য প্রত্যক্ষদর্শী মিলাররা মিথ্যা বলে টাকা নিয়েছে।

ভাইডরে অবশেষে আরেকটি হত্যাকাণ্ডের দায়ে ডেভিড হ্যারিসকে গ্রেফতার করা হয়। আর সেখানে পর্যাপ্ত প্রমাণ দেওয়ার ফলে, সে হত্যার কথা স্বীকার করে।

ডিসেম্বর ৫, ১৯৮৬ সালে ডেভিড হ্যারিসকে শেষ বারের মত ইন্টারভিউ করা হয়। সেখানে, তিনি স্বীকার করে অ্যাডামস খুবই দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। সেখানে তিনি এও স্বীকার করেন যে, হাজার হাজার নির্দোষ ব্যক্তি বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়। অ্যাডামস যে নির্দোষ সেটাও হ্যারিস সেখানে স্বীকার করেন। তার নিজের দিকের গল্পটাও তিনি বলেন যে, সবাই তার মিথ্যা কথা বিশ্বাস করেছেন। আর তার কারণেই যে অ্যাডামসের এই পরিণতি হয়েছে সেটাও তিনি পরোক্ষভাবে বলেন।

চলচ্চিত্রটি মুক্তির সময় র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামস তখনও টেক্সাসে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে ছিলেন। যেখানে, ডেভিড হ্যারিসকে তার পরবর্তী অপরাধের জন্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ততদিনে ডালাস পুলিশ অফিসার হত্যাকাণ্ডের ১১ বছর হয়ে গিয়েছে।

Society Language and Culture

২.৩ বিচার কার্যের ত্রুটি, অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা এবং পুনর্মূল্যায়নের যথার্থতা বিশ্লেষণ:

'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটিতে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো আমেরিকান ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার বেশ কিছু ত্রুটি প্রকাশ করে। যেগুলো এই বিচার ব্যবস্থা এবং এর কার্যপ্রণালীকে একধরনের চ্যালেঞ্জ করে। চলচ্চিত্রটি দেখায় যে, সঠিক অনুসন্ধানের অভাবে একজন নির্দোষ ব্যক্তি কিভাবে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। চলচ্চিত্রটি মূলত কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ত্রুটিগুলো তুলে ধরে।

প্রথমত যে বিষয়টি আসে তা হচ্ছে, সময়ের অসঙ্গতি। র‍্যান্ডাল অ্যাডামস এবং হ্যারিসের বিবৃতিতে সময়ের মধ্যে একটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। অ্যাডামসের মতে হ্যারিস পুরো ঘটনাটি ২ ঘন্টা বেশি ধরে বলেছেন। যেখানে অ্যাডামসের বিবৃতিতে প্রতিটি ঘটনাই ২ ঘন্টা আগে হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, অ্যাডামস বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই বিভিন্ন ছোটো ছোটো বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন, যেগুলো সময়কে হাতে ধরে অনুসন্ধান করলে সময়ের অসঙ্গতিটি প্রকাশ পেত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অ্যাডামস যখন বলে সে ১০ টার কাছাকাছি মোটেলে ফিরে যায় এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়েন, তখন হ্যারিসের ভাষ্যমতে তিনি তার সাথেই ছিলেন। অথচ অ্যাডামস বলেন যে, তিনি বাসায় ফিরে দেখেন তার ভাই ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং টিভিতে তখন ক্যারোল বার্নেট নামক একটি শো চলছিল ৯ টার দিকের। তারপর তিনি ১৫ মিনিটের মত সংবাদ দেখে ঘুমাতে চলে যান। এই তথ্যটি সেই সময়ের টিভি স্টেশনের রানডাউন অনুসন্ধানের মাধ্যমে এরল মরিস দেখান যে তথ্যটি সঠিক ছিল। অ্যাডামস যদি সত্যিই ওই সময়ে হ্যারিসের সাথে থাকতেন তাহলে অবশ্যই তার এই তথ্য জানার কথা না।

পরবর্তীতে যে বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয় তা হচ্ছে, পুলিশের কার্যকলাপ। চলচ্চিত্রের অনুসন্ধানটি দেখায় যে, বিচার কার্যে স্পষ্টতই পুলিশের অসদাচরণ বিদ্যমান। যেখানে, অ্যাডামসকে তুলে আনার পর তার আইনজীবীর সাথে কথা বলতে না দেয়া, তাকে পিস্তলের মুখে হুমকি এবং জবরদস্তিমূলকভাবে স্বীকারোক্তি দেওয়ার ঘটনাও উঠে আসে। প্রসিকিউটরিয়াল টিম বা বিচারক দলেরও অসদাচরণ চলচ্চিত্রটি তুলে ধরে। চলচ্চিত্রটি দেখায় যে, প্রসিকিউটররা সেখানে সত্য খোঁজার চেয়ে অ্যাডামসকে দোষী সাব্যস্ত করতে বেশি আগ্রহী ছিল। যা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রমাণকে উপেক্ষা থেকে শুরু করে সেগুলো দমন করতেও দেখা যায়। যেগুলো অ্যাডামসকে অব্যাহতি দিতে পারতো।

আর অনুসন্ধানে সবচেয়ে প্রশ্নবিদ্ধ যে বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে, ত্রুটিপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য। চলচ্চিত্রটি দেখায় কিভাবে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, যেগুলোয় প্রায়শই ফৌজদারি মামলাগুলো ব্যাপকভাবে নির্ভর করে, সেগুলো অবিশ্বস্ত এবং সহজেই হেরফের হতে পারে। প্রথমেই, অফিসার উডের সহকারী তেরেসা তুর্কো এর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঘটনার পরপরই তার দেওয়া প্রথম সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি বলেন যে, গাড়িতে কে ছিল তার চেহারা তিনি ঠিকমতো দেখতেই পান নি। শুধু একজনকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন। অথচ হ্যারিসের বক্তব্য অনুযায়ী গাড়িতে তারা দুইজন ছিলেন, তবে হ্যারিস আবার বলেন যে তাকে নাকি নিচু হতে বলেন অ্যাডামস। অ্যাডামসের মতে তুর্কো পরবর্তীতে আদালতে একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য

Society Language and Culture

দিয়েছেন। ঘটনার পর পর তুর্কোর আসল জবানবন্দিতে তিনি পুলিশকে বলেছিলেন যে, হত্যাকারী একটি পশমযুক্ত কলারের জ্যাকেট পড়েছিলেন। যা পরবর্তীতে আদালতে গিয়ে হয়ে যায়, ঝোপের মত চুল। অথচ, অন্যদিকে হ্যারিসও তার প্রি-ট্রায়ালের প্রাথমিক বক্তব্যের সময় উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি একটি লেভি জ্যাকেট পড়েছিলেন। সেখানে তিনি সাক্ষ্যই দেন যে, তিনি একটি পশমযুক্ত পার্কা পড়ে ছিলেন। অ্যাডামসের মতে এই হ্যারিস প্রায় বলেই দিচ্ছে যে সে অফিসার উডকে খুন করেছে। অ্যাডামসের মতে, এই পশমযুক্ত কলারের জ্যাকেটের বক্তব্যটি শুধু তার ছবি দেখার পরই পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু এটা তার আসল বক্তব্য নয়।

পরবর্তীতে তিনজন অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী নেওয়া হয়। তারা ছিলেন, এমিলি মিলার ও তার স্বামী এবং মাইকেল র‍্যান্ডেল। এই সময়, বিচারে কার্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য এসেছে এমিলি মিলারের কাছ থেকে। তিনি র‍্যান্ডাল অ্যাডামসকে দেখেই তার দিকে আঙুল নাড়িয়ে চিৎকার করে বলেন, এই লোকটিকেই তিনি দেখেছেন খুন করতে। তবে পরবর্তীতে দেখা যায় যে, মিলার দম্পতির মিথ্যাবাদী হিসাবে খ্যাতি ছিল। তারা টাকার জন্যে যেকোনো কিছু করতে পারতো। এমনকি সে সময়ে তারা অন্যান্য অপরাধের জন্য গ্রেপ্তারের অধীনে ছিল তাই তারা তখন প্রসিকিউটরকে সহযোগিতার প্রস্তাব দেন। তাদের শনাক্তকরণও বেশ সন্দেহজনক ছিল। কারণ তারা যখন গাড়ি চালাচ্ছিল তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল এবং তারা উল্টো দিক থেকে আসছিল। এছাড়া মিলারদের পরিচিত এলবা কারের বক্তব্যেও উঠে আসে, যে তারা আসলে সেদিন কিছুই দেখতে পান নি সেটি তারা তার কাছে স্বীকার করে। এমনকি এটিও বলেন, যে তারা টাকার জন্যে যেকোনো কিছু দেখতে কিংবা শুনতেও রাজী। তারা মূলত পুরস্কারের লোভেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

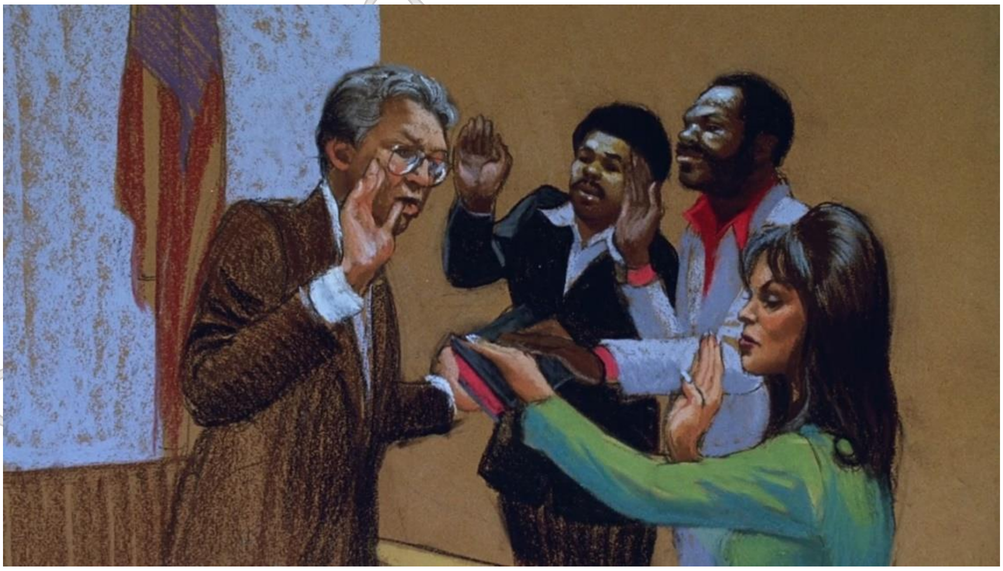

চিত্র: অফিসার উড হত্যা মামলার প্রধান প্রত্যক্ষদর্শীরা। এমিলি মিলার, মিস্টার মিলার এবং মাইকেল র‍্যান্ডেল।

অন্যদিকে, মাইকেল র‍্যান্ডেলের ভাষ্যমতে সে যা কিছু দেখে তাই মনে রাখতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎকারের সময় দেখা যায়, তিনি কোনো তথ্য সম্পর্কেই নিশ্চিত নন। এমনকি তার দেওয়া বক্তব্যেরও অনেকাংশে মিল নেই।

যা তার 'সব মনে রাখার' ক্ষমতার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন যে, তিনি বলেন যে তিনি কোনো বুলেট কিংবা গুলি করা দেখেননি।

সামগ্রিকভাবে, এই প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যগুলো যদি সঠিকভাবে অনুসন্ধান করা হয় তাহলে সেগুলো স্পষ্টভাবেই মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। যা পরবর্তীতে চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিস তার অনুসন্ধানে বের করলেও, অ্যাডামসের মামলার সময় ডালাসের পুলিশদের করতে দেখা যায় নি।

সর্বশেষ যে বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডের বিধান। 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রে দেখা যায়, প্রসিকিউটররা যেন একজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্যেই মূলত তৎপর ছিলেন যতটা না সত্য উদঘাটনে ছিলেন। যেহেতু দেখা যায়, হ্যারিস ১৬ বছর বয়সী হওয়ায় তাদের আইন অনুসারে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না (Library, n.d.)। যেখানে অ্যাডামসের বয়স ২৮ হওয়ার কারণে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতো। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেই যেন, 'ডক্টর ডেথ'-এর আবির্ভাব হয়। বহুল সমালোচিত ডক্টর ডেথ বা ডাক্তার জেমস গ্রিগসন তিনি স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুদন্ডের জন্যে সাক্ষ্য দেয়।

এরল মরিস তার 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিচারিক কার্যের মাধ্যমে সৃষ্ট অন্যায় প্রতিরোধের কিছু উপায়ও সূক্ষ্মভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

'দ্য থিন ব্লু লাইন' বিচার কার্যে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু সে সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ উত্থাপন করে। চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায়, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একজন অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীর ভুল শনাক্তকরণ। এক্ষেত্রে এই চলচ্চিত্রটির অনুসন্ধান দেখায় যে, প্রত্যক্ষদর্শী শনাক্তকরণ পদ্ধতির উন্নতি অত্যন্ত জরুরি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি প্রত্যক্ষদর্শী শনাক্তকরণের জন্য কিছু পন্থা অবলম্বন করতে পারে, যেমন ডাবল-ব্লাইন্ড লাইনআপ পদ্ধতি কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীদের আরও কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের নির্ভরযোগ্যতা ক্রমবর্ধমান সমালোচনার আওতায় এসেছে। চলচ্চিত্রটির অনুসন্ধান, বিচার কার্যে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য যথাযথভাবে এবং নির্ভুলভাবে ব্যবহার হওয়ার জন্যে এর সংস্কারের উপরই জোর দেয়।

বিচার কার্যে জড়িত ব্যক্তিদের বা প্রসিকিউটরদের এবং আইন প্রয়োগকারীকে সংস্থার দায়বদ্ধতা থাকা জরুরি। চলচ্চিত্রের অনুসন্ধান দেখায় যে, অ্যাডামসের মামলায় প্রসিকিউটর এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দায়বদ্ধতার অভাব ছিল। তাদের কর্মকাণ্ডের জন্যে অবশ্যই তাদের দায়বদ্ধ হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তাদের গুরুতর অসদাচরণের জন্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা ফৌজদারি অভিযোগের বিধান কার্যকর করা উচিত। সর্বোপরি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার এবং এর স্বচ্ছতা বৃদ্ধির দিকে 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটির অনুসন্ধান ইঙ্গিত দেয়।

Society Language and Culture

তবে সামগ্রিকভাবে, চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিসের অনুসন্ধান একটি জিনিসের দিকে বেশ ভালোভাবে আঙ্গুল তুলে। সেটি হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের পরম ও অসীম ক্ষমতা। চলচ্চিত্রটিতে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং ভুল পথে পরিচালিত করে।

প্রথমেই যে বিষয়টি আসে তা হচ্ছে, পুলিশের ক্ষমতা। অপরাধ তদন্ত করা এবং সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে, পুলিশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে। র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের ক্ষেত্রে, পুলিশ তাদের তদন্তকে প্রায় একচেটিয়াভাবে অ্যাডামসের উপর কেন্দ্রীভূত করেছিল। যেখানে তারা অন্যান্য সকল সম্ভাব্য লিড বা সন্দেহভাজনকে উপেক্ষা করে। উপরন্তু, পুলিশকে দেখা যায়, অ্যাডামসের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য জবরদস্তিমূলক কৌশল ব্যবহারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে।

পরবর্তীতে যেটি আসে তা হচ্ছে, প্রসিকিউটরিয়াল এবং বিচারকদের ক্ষমতা। মামলাগুলো কিভাবে পরিচালিত হবে প্রসিকিউটরদের সেটি নির্ধারণ করার উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা রয়েছে। অ্যাডামসের ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটররা অনেকটা তার প্রতি আক্রমণাত্মকভাবেই মামলাটি পরিচালিত করেছিল। এমনকি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ এবং মামলা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও। অন্যদিকে, প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা, বিচার পরিচালনা এবং চূড়ান্ত রায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বিচারকের। অ্যাডামসের ক্ষেত্রে বিচারক জজ ম্যাটক্যাফে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা অ্যাডামসের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। যার মধ্যে ছিল সন্দেহজনক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং অ্যাডামসের নিজেকে প্রতিরক্ষার ক্ষমতাকে সীমিত করার বিষয়গুলো।

কর্তৃপক্ষের এরূপ চরম, পরম কিংবা অসীম ক্ষমতার প্রভাব বিচারিক কার্যে যেমন পড়ে, তেমনিভাবে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তিদের জীবনেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এরল মরিস তার চলচ্চিত্রের এক পর্যায়ে অ্যাডামসের করুণ অবস্থা চিত্রিত করে। অ্যাডামসের দৃষ্টিকোণ থেকে তার করা অনুসন্ধান দেখায়, কিভাবে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের জীবনে তা বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে। র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের ক্ষেত্রে, তিনি ১২ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন, যার মধ্যে ৯ বছর তিনি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি হয়ে ছিলেন। তাও আবার যে অপরাধ তিনি করেননি তার জন্যে। কারাগারে তাকে সহিংসতায়, বিচ্ছিন্নতায়, এক কঠোর জীবন অতিবাহিত করতে হয়। কারাবাসের তাৎক্ষণিক শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার বাইরেও, অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া একজন ব্যক্তির জীবনে অন্যান্য স্থায়ী প্রভাব পড়তে পারে, এমনকি সেটি তারা মুক্তি পাওয়ার পরেও। অ্যাডামসের ক্ষেত্রে তিনি যখন ১৯৮৯ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পান। তখন কিন্তু তাকে আবার সমাজে আগের জীবনে স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়।

তবে শুধু র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের ক্ষেত্রেই নয়; ভুল দোষী সাব্যস্ত হওয়ার এরকম অনেকগুলো উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা বা মামলা রয়েছে, যেগুলোর সত্যতা পরবর্তীতে অনুসন্ধানের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে। এরকম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে 'দ্য সেন্ট্রাল পার্ক ফাইভ'-এর ঘটনাটি। ১৯৮৯ সালে, নিউ ইয়র্ক শহরের সেন্ট্রাল পার্কে একজন মহিলাকে ধর্ষণের অপরাধে পাঁচজন তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ এবং ল্যাটিনো পুরুষকে অন্যায়ভাবে দোষী

Society Language and Culture

সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বছরের পর বছর কারাগারে কাটানোর পর, পরবর্তীতে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডিএনএ প্রমাণ এবং প্রকৃত অপরাধীর স্বীকারোক্তির কারণে ২০০২ সালে তারা মুক্তি পায় (Editors, 2019)।

এরকম আরও একটি বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে, 'দ্য ওয়েস্ট মেমফিস থ্রি' এর ঘটনাটি। ১৯৯৩ সালে আরকানসাসে তিনজন অল্প বয়সী ছেলের নৃশংস হত্যার জন্য তিনজন কিশোরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। যদিও তাদের সাথে অপরাধকে সংযোগ করা যায় এরকম কোনো ফিজিক্যাল প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বছরের পর বছর জনসাধারণের চাপ এবং প্রতিরক্ষা আইনজীবী ও তদন্তকারীদের একটি দল দ্বারা পুনঃতদন্ত হয়। পুনঃতদন্ত নতুন ডিএনএ প্রমাণ এবং অন্যান্য তথ্য উন্মোচিত করে, যা শেষ পর্যন্ত ২০১১ সালে তাদের তিনজনকে মুক্তি দেয় (Augustyn, 2017)।

১৯৯০ সালে, জেফরি ডেসকোভিচ নামক এক ব্যক্তিকে মূলত একটি জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে নিউইয়র্কে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। কয়েক বছর পুনঃতদন্ত এবং ডিএনএ পরীক্ষার পর দেখা যায় তিনি নির্দোষ। যার ভিত্তিতে ডেসকোভিচকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় (Michigan, 2012)।

১৯৯৯ সালে, অ্যান্টনি পোর্টার নামক এক ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ে একটি জোড়া হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার মাত্র কয়েক দিন আগেই একটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের দল, অন্য সন্দেহভাজনদের দিকে ইঙ্গিত দেয় এবং নতুন প্রমাণ উন্মোচন করে। যার ফলস্বরূপ পোর্টারকে অব্যাহতি এবং মুক্তি দেওয়া হয়। অনুসন্ধান প্রকৃত অপরাধীকেও ধরতে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে সাহায্য করে (Michigan, ANTHONY PORTER, 2012)।

১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে শয়তানের উপাসনা এবং আচার-অনুষ্ঠানের সূত্র ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আতঙ্কের একটি ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। যার অভিযোগে অনেক ডে-কেয়ার কর্মী সহ অন্যান্য অনেকজনকে ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। যা, 'দ্য স্যাটানিক প্যানিক কেসেস' নামে পরিচিত। তবে পরবর্তীতে, অনুসন্ধান এবং পুনঃতদন্তের আপিলের মাধ্যমে অনেকের উপর থেকে এই অভিযোগগুলো তখন বাতিল করা হয় (Yuhas, 2021)।

২০০৫ সালে, রায়ান ফার্গুসনকে যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরিতে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। যা মূলত একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে, অথচ যিনি কিনা পরবর্তীতে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বছরের পর বছর অনুসন্ধান এবং পুনঃতদন্তের পর দেখা যায় ফার্গুসন নির্দোষ এবং হত্যাকারী আরেকজন। নতুন প্রমাণগুলো উন্মোচিত হলে দেখা যায় সেগুলো অন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে। পরবর্তীতে ফার্গুসনের দোষী সাব্যস্ততা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায় (MORIARTY, 2016)।

Society Language and Culture

তবে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বিভিন্ন উপায়ে এরকম ঘটনাকে প্রতিহত করার চেষ্টায় আছে। 'দ্য ইনোসেন্স প্রজেক্ট' নামক এই সংস্থাটির সমাধান করা এরকম অসংখ্য মামলা রয়েছে, যেখানে র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের মত নির্দোষ ব্যক্তিদের অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই অলাভজনক সংস্থাটি ডিএনএ টেস্টিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অনুসন্ধানের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য কাজ করে থাকে। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংস্থাটি ৩৭৫ জনেরও বেশি লোককে মুক্ত করতে সাহায্য করেছে যারা অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং যাদের অনেককেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল (Project, n.d.)।

উপরোক্ত এই মামলা বা ঘটনাগুলো দেখায় যে, কেন সঠিক বিচারিক কার্য নিশ্চিতকরণে কিংবা সংশোধনে অনুসন্ধান কিংবা পুনঃতদন্ত আবশ্যক।

সর্বোপরি, নির্ভুল ও নিরপেক্ষ বিচার কার্য নিশ্চিতকরণে অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনুসন্ধান এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা এবং কারা আসলে দায়ী তা নির্ধারণ করতে প্রমাণ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করা যায়। উপরোক্ত অন্যান্য ঘটনাগুলোর মতো, র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানই শেষ পর্যন্ত তাকে নির্দোষ প্রমাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

এরল মরিসের 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। সাক্ষীদের সাথে সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পুনরায় বিশ্লেষণ, অপরাধের দৃশ্যের পুনর্বিন্যাস, শারীরিক প্রমাণ বিশ্লেষণ সহ বিভিন্ন বিষয়, 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রে নির্মাতা এরল মরিস অনুসন্ধানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি তার অনুসন্ধানে এমন সব সমালোচনামূলক তথ্য উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিল, যেগুলো কিনা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রসিকিউটররা পূর্বে খেয়ালই করেননি কিংবা অনেকক্ষেত্রে উপেক্ষাই করেছিলেন।

অ্যাডামসের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে একটি অনুসন্ধান এবং তদন্ত হলেও সেটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাই সেক্ষেত্রে এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে পুনঃঅনুসন্ধান বা পুনঃতদন্ত একইরকম গুরুত্ব বহন করে। কেননা, এটি নতুন কোনো প্রমাণ উন্মোচন করতে সাহায্য করতে পারে, যা পূর্বে উপলব্ধ ছিল না। নতুন প্রমাণ অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যাক্তির শুধু মুক্তি না, পাশাপাশি আসল অপরাধীকেও ধরতে সাহায্য করবে। র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের ক্ষেত্রে এটিই দেখা যায়। তার মামলার পুনঃঅনুসন্ধানই নতুন প্রমাণ উন্মোচিত করে এবং যা শেষ পর্যন্ত তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়।

পুনঃঅনুসন্ধান আগের করা অনুসন্ধানের ত্রুটিগুলোও শনাক্ত করতে পারে। অ্যাডামসের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিসের পুনঃঅনুসন্ধান প্রমাণ করে যে, সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং অনেক সমালোচনামূলক প্রমাণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রসিকিউটররা উপেক্ষা করে এবং দমনও করে।

Society Language and Culture

অ্যাডামসের মামলার পাশাপাশি এরকম সমরূপি অন্যান্য সব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিচার কার্যে ভুল, ত্রুটি এবং অন্যায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। সেক্ষেত্রে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে 'দ্য থিন ব্লু লাইন'চলচ্চিত্রটি অনুসন্ধানের উপর একধরনের গুরুত্ব প্রদান করে। এছাড়া ন্যায়বিচার নিশ্চিতের পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রসিকিউটরদের তাদের কর্মের জন্য দায়বদ্ধ রাখতে অনুসন্ধান একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এরল মরিসের নতুন প্রমাণ মামলার ত্রুটি, ফাঁক-ফোঁকর উন্মোচন করে এবং বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অসদাচরণ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। যা সেই সময়ে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এরল মরিস প্রমাণ করেন- অনুসন্ধান আমাদের আইনি ব্যবস্থায় ন্যায্যতা এবং ন্যায়পরায়ণতার নীতিগুলিকে সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজের জন্য এমন একটি বার্তার প্রভাব তৈরী করাই চলচ্চিত্র নির্মাতা এরল মরিসের স্বার্থকতা।

২.৪ <u>তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান:</u>

দুইটি তত্ত্বের আলোকে 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রের বিচার কার্যে অনুসন্ধানের প্রভাব বিশ্লেষণ করা যায়। সেগুলো হল:

১. ক্রাইম কন্ট্রোল মডেল

২. ডিউ প্রসেস মডেল।

'ক্রাইম কন্ট্রোল মডেল' হল ফৌজদারি বিচার কার্য বিষয়ক একটি তত্ত্ব, যা অপরাধ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। যেখানে, দ্রুত এবং অত্যন্ত কর্ম দক্ষতার সাথে অপরাধ অনুসন্ধান করে অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার কথা বলা হয়। অপরাধ প্রতিরোধ করতে এবং সমাজকে রক্ষার জন্য এটি সাধারণত কঠোর শাস্তির ব্যবহারের উপর জোর দেয়। 'ক্রাইম কন্ট্রোল মডেল' অনুসারে, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা এবং অনুসন্ধান এই লক্ষ্য অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তত্ত্বটির মতে, পুলিশ এবং প্রসিকিউটরদের উচিত মামলার দ্রুত সমাধান এবং অপরাধীদের শাস্তির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। এমনকি যদি এর মাধ্যমে ব্যক্তি অধিকার এবং স্বাধীনতাকে বলিদান করা হয় তার বিনিময়েও (SANCHEZ, n.d.) ।

আরেকটি তত্ত্ব হল 'ডিউ প্রসেস মডেল'। যা অনেকটা ক্রাইম কন্ট্রোল মডেলের বিপরীত যেখানে ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়। পাশাপাশি এটি নিশ্চিত করে যে, বিচার ব্যবস্থা যেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে। এই তত্ত্ব অনুসারে সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রমাণ সংগ্রহ এবং সন্দেহভাজনদের অধিকার রক্ষার উপর দৃষ্টি রেখে, তদন্ত ও অনুসন্ধান সাবধানে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচালিত করা উচিত (SANCHEZ, n.d.)।

Society Language and Culture

সামগ্রিকভাবে, এই তত্ত্বগুলি অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা এবং একটি ন্যায্য ও নিরপেক্ষ অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থার প্রচারে অনুসন্ধানের গুরুত্ব তুলে ধরে।

র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের মামলাটি অনুসন্ধানের গুরুত্ব এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি বা পক্ষপাতের সম্ভাব্য পরিণতিগুলো তুলে ধরে। অ্যাডামসের মামলাটি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় সেখানে 'ক্রাইম কন্ট্রোল মডেল' অনুসারে তার বিচার কার্য পরিচালনা হয়েছিল। ক্রাইম কন্ট্রোল মডেলের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি মামলাটি দেখা হয়, তাহলে প্রথম যে বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে, পুলিশ এবং প্রসিকিউটররা মামলাটি দ্রুত সমাধান করার জন্য একধরনের চাপের মধ্যে ছিল। যেহেতু অফিসার উড একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন, তাই এটির উপর সবার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল এবং জনগণ, গণমাধ্যম থেকেও চাপ আসছিল। 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রে মামলাটির অনুসন্ধানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বলতে দেখা যায়, এর আগে পুলিশ অফিসার হত্যার কোনো মামলায় অপরাধী খুঁজে পেতে তাদের এতদিন লাগেনি। ফলস্বরূপ দেখা হয়, দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের উপর তারা নির্ভর করে। যেন খুব দ্রুত তারা মামলাটি নিষ্পন্ন করতে পারে এবং অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, রায়ের জন্য তাড়াহুড়ো এবং অপরাধের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান না করার কারণে অ্যাডামস শেষমেশ ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়।

অন্যদিকে, 'ডিউ প্রসেস মডেল' ব্যক্তির অধিকার রক্ষা এবং একটি ন্যায্য ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়। অ্যাডামসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে, সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রমাণ একত্রিত করে এবং সন্দেহভাজনদের অধিকার রক্ষার উপর দৃষ্টি রেখে মামলাটির অনুসন্ধান কিভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং ন্যায্যভাবে পরিচালিত করা যেত। যা অ্যাডামসের অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া রোধ করতে পারতো। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ব্যাপারে আরও সূক্ষ্ম বিবেচনা করার পাশাপাশি, অন্যান্য সম্ভাব্য সন্দেহভাজন এবং প্রমাণের বিষয়ে আরও কঠোরভাবে, সময় নিয়ে 'ডিউ প্রসেস মডেল' অনুযায়ী অনুসন্ধান হয়তো অ্যাডামসকে সেই পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে পারতো।

সার্বিকভাবে, র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের ক্ষেত্রে, ডিউ প্রসেস মডেলটিকে বিচার কার্যে বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে দেখা যেতে পারে, যার মাধ্যমে একটি ভিন্ন ফলাফল আসতে পারতো। ক্রাইম কন্ট্রোল মডেলের মাধ্যমে অ্যাডামসের মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করার অবকাশ ছিলনা। ক্ষেত্র বিশেষে একটি অনুসন্ধান বেশ সময়সাপেক্ষ হতে পারে। তাই বলে তাড়াহুড়োয় একটি রয়ে পৌঁছে যাওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়। 'ডিউ প্রসেস মডেল' সেদিক দিয়ে অনেকটা মানবিক পথে অগ্রসর হয়, যা অ্যাডামসের জীবনে ভিন্ন পরিণতি নিয়ে আসতে পারতো।

তবে এক্ষেত্রে, টেক্সাসের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকাংশে দায়ী। দেখা যায় ক্রাইম কন্ট্রোল মডেলটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রক্ষণশীল রাষ্ট্র বা সমাজে বেশি ব্যবহার করা হয়। যেখানে, ডিউ প্রসেস মডেলটি উদারপন্থীদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয়। এদিক দিয়ে টেক্সাসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল হওয়ার দরুণ, অ্যাডামসের মামলাটিও সেইভাবে অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করা হয় (Center, n.d.)। তবে পদ্ধতি যেটিই

Society Language and Culture

হোক, একটি ন্যায্য এবং সঠিক বিচার কার্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা এসব তত্ত্বেও ফুটে উঠে।

২.৫ বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নে অনুসন্ধান ও চলচ্চিত্র:

'দ্য থিন ব্লু লাইন' বিভিন্ন কারণেই একটি যুগান্তকারী চলচ্চিত্র বলে প্রতীয়মান হয়। এর সামগ্রিক নির্মাণ থেকে শুরু করে গল্প বলার কৌশল সবকিছুই ছিল বেশ অভিনব। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় ছিল, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে অনুসন্ধান করা যায় সেই বিষয়টি।

প্রমাণ এবং সাক্ষ্য পুনর্বিন্যাস করে উপস্থাপনের জটিল বিষয়টি খুব সহজ উপায়ে এই চলচ্চিত্রে নাটকীয় উপায়ে প্রকাশ করা হয়। যা শেষ পর্যন্ত আসল ঘটনাটি বের করে আনে। মরিসের এই চলচ্চিত্রের কারণে ধামাচাপা পড়ে যাওয়া মামলাটি আবার সবার সামনে উঠে আসে।

এটি টেক্সাসের বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি উন্মোচিত করেছে। অ্যাডামসের মামলার অনুসন্ধানের মাধ্যমে চলচ্চিত্রটি পুলিশের অনুসন্ধান, সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং মৃত্যুদণ্ডের সমস্যাগুলি তুলে ধরে। এটি ভুল দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং সেটি প্রতিরোধ করার জন্য যথাযথ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছে। এটি শুধু অ্যাডামসকে মুক্ত করেনি, পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থায় পরিবর্তন সম্পর্কেও সকলকে ভাবিয়েছে।

এটি সমাজে চলচ্চিত্রের ভূমিকা নিয়েও ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। চলচ্চিত্র যে অন্যায় প্রকাশ এবং সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে, সেটি 'দ্য থিন ব্লু লাইন' দেখিয়েছে। যা অন্যান্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অনুপ্রাণিত করেছিল এবং অনুসন্ধানী ঘরানার চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

'দ্য থিন ব্লু লাইন'-এর মত অনুসন্ধানী ঘরানার চলচ্চিত্র বেশ কয়েকটি উপায়েই আমাদের জীবনে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। চলচ্চিত্রের অনুসন্ধান, ভুল দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পারে। যাতে করে তারা সেসব পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করতে পারে। এই অনুসন্ধানগুলো এরকম চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আরও বৃহত্তর দর্শকদের কাছে নিয়ে আসার মাধ্যমে, জনমতকে একত্রিত করতে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য চাপ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে।

আমরা দেখেছি কিভাবে 'দ্য থিন ব্লু লাইন' অনুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন প্রমাণ উপস্থাপন করে এবং বিদ্যমান প্রমাণের উপর একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল। যা র‍্যান্ডাল অ্যাডামসের মতো ব্যক্তিদের অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে সাহায্য করতে পারে। এমনকি, নতুন করে আবার অনুসন্ধানের সূত্রপাতও করতে পারে এই চলচ্চিত্রগুলো।

'দ্য থিন ব্লু লাইন' পরবর্তী এরকম কিছু চলচ্চিত্র দেখা যায় যেগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন করে। ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যাক্তিদের নিয়েও অনেক চলচ্চিত্র হতে দেখা যায়। এরকম কিছু উল্লেখযোগ্য

Society Language and Culture

চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে, নেটফ্লিক্সের তৈরি ২০১৫ সালের 'মেকিং এ মার্ডারার' সিরিজ। এই সিরিজটি স্টিভেন অ্যাভারির মামলাটি অনুসন্ধান করে। স্টিভেন অ্যাভারি একটি অপরাধের জন্য অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারপর তাকে আবার অন্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল যেটি হয়তো সে করেনি (Cruz, 2015)। এরপর আবার নেটফ্লিক্সের ২০২০ সালের আরেকটি সিরিজ 'দ্য ইনোসেন্স ফাইলস', ইনোসেন্স প্রজেক্ট নামক একটি আইনি সংস্থা যা অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য কাজ করে থাকে তাদের নিয়ে দেখায় (Harrison, 2020)। ২০১৭ সালের নেটফ্লিক্সের 'দ্য কনফেশন টেপস' সিরিজটি এমন অনেকগুলো ঘটনা পরীক্ষা করে যেখানে ব্যক্তিদের মিথ্যা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। মানুষ কেন অপরাধ স্বীকার করেনি তার পিছনের মনোবিজ্ঞান অনুসন্ধান করেছে সিরিজটি (Shaw, 2017)। ২০১২ সালের 'দ্য সেন্ট্রাল পার্ক ফাইভ' চলচ্চিত্রটি ১৯৮৯ সালে নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে একজন মহিলাকে ধর্ষণের জন্য অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা পাঁচজন কিশোরের মামলাটিকে পরীক্ষা করে (PBS, n.d.)। ২০১২ সালে নির্মিত 'ওয়েস্ট অফ মেমফিস' চলচ্চিত্রটি ওয়েস্ট মেমফিস থ্রির মামলাটিকে ঘিরে তৈরি। চলচ্চিত্রটি কিশোরদের একটি দল যারা ১৯৯৩ সালে আরকানসাসে তিনটি অল্প বয়স্ক ছেলেকে হত্যা করার জন্য অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল তাদের গল্প বলে (Quinn, 2012)।

অনুসন্ধানী চলচ্চিত্র র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের মত কণ্ঠহীন ব্যক্তিদের কণ্ঠ দেওয়ার মাধ্যমে, অন্যায় তুলে ধরার মাধ্যমে এবং কর্তৃপক্ষের বিবৃতিকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

উপসংহার

'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্র নির্মাণে এরল মরিস ঘটনা বর্ণনার একটি স্বতন্ত্র স্টাইল তৈরি করেছিলেন। তার অনুসন্ধান, অপরাধের এবং এর পরবর্তী ঘটনার একটি বিশদ ও আকর্ষণীয় আখ্যান উপস্থাপন করে। যা এক পর্যায়ে র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসের প্রতি অবিচার এবং তার অসহায়ত্বের বিষয়টি তুলে ধরে দর্শকদের আবেগ প্রবণও করে তোলে। সামগ্রিকভাবে, এই চলচ্চিত্রটি একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে এরল মরিসের পরাক্রম প্রকাশের পাশাপাশি তার অনুসন্ধানী ক্ষমতাও প্রদর্শন করে। মামলাটির প্রতি তার নিবেদন, তার স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র নির্মাণ শৈলী সহ, এই চলচ্চিত্রটিকে সত্যিকারের অপরাধ বিষয়ক অনুসন্ধানী চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী কাজে পরিণত করেছে।

লুকিয়ে থাকা সত্য নানাভাবে ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে। সেটিও আবার নানা উপায়ে উদঘাটন করা যেতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্র যে এই সত্য উদঘাটনের একটি মাধ্যম হতে পারে, তা হয়তো সেই সময় অনেকের ভাবনায় আসেনি। এরল মরিসের অনুসন্ধান শুধু সত্য উদঘাটনই নয়, তিনি র‍্যান্ডাল ডেল অ্যাডামসকে একটি নতুন জীবন উপহার দেওয়ার পাশাপাশি আসল অপরাধী ডেভিড হ্যারিসকেও শনাক্ত করতে পেরেছেন। এছাড়া সার্বিক বিচার কার্যের ত্রুটি এবং পুনর্মূল্যায়নের গুরুত্ব সহ নানা দিক তিনি তুলে ধরেছেন। যেগুলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্যেও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা মানুষের মন পরিবর্তন এবং জনমতকে

Society Language and Culture

প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে। এরল মরিস নির্মিত 'দ্য থিন ব্লু লাইন' চলচ্চিত্রটি দর্শকদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কারের দাবি করতে অনুপ্রাণিত করবে। যা বিচার প্রক্রিয়াকে আরও ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে সহযোগিতা করতে পারে। গবেষণার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। 'দ্য থিন ব্লু লাইন চলচ্চিত্র: বিচারিক কার্য পুনর্মূল্যায়নে অনুসন্ধানের প্রভাব' গবেষণা কর্মটি ভবিষ্যতে নতুন গবেষকদের অনুসন্ধানের প্রতি আগ্রহী করবে বলে আশাবাদ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. Augustyn, A. (2017, August 31). West Memphis Three. Retrieved from Britannica: https://www.britannica.com/event/West-Memphis-Three

২. Center, P. R. (n.d.). Political ideology among adults in Texas. Retrieved from Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/religion/religious-landscape-study/state/texas/political-ideology/

৩. Cruz, L. (2015, December 18). Making a Murderer: An American Horror Story. Retrieved from The Atlantic: https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/12/making-murderer-netflix-review-steve-avery/420891/

৪. Court of Criminal Appeals of Texas, E. B. (1989, March 1). *Ex parte Randall Dale ADAMS, Applicant.* Retrievedfromhttps://scholar.google.com/scholar_case?q=%22768+S.W.2d+281%22&hl=en&as_sdt=4,44&case=17336843817044904927&scilh=0

৫. Editors, H. (2019, May 14). The Central Park Five. Retrieved from History.com: https://www.history.com/topics/1980s/central-park-five

৬. Harrison, E. (2020, April 15). The Innocence Files review: Netflix's devastating documentary exposes how wrongful convictions can tear apart lives. Retrieved from Independent UK: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/reviews/innocence-files-review-netflix-documentary-wrongful-conviction-cases-a9453151.html

৭. Investigation, F. B. (2020). *Texas Crime Rates 1960 - 2019.* Retrieved from Disaster Center: https://www.disastercenter.com/crime/txcrime.htm

৮. Library, T. L. (n.d.). TEXAS DEATH PENALTY LAW. Retrieved from https://tarlton.law.utexas.edu/texas-death-penalty#2

Society Language and Culture

৯. Michigan, U. o. (2012, June). ANTHONY PORTER. Retrieved from The National Registry of Exhonerations: https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/casedetail.aspx?caseid=3544

১০. Michigan, U. o. (2012, June). JEFFREY DESKOVIC. Retrieved from The National Registry of Exhonerations: https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/casedetail.aspx?caseid=3171

১১. MORIARTY, E. (2016, January 30). Ryan Ferguson: Wrongfully Convicted. Retrieved from CBS News: https://www.cbsnews.com/news/ryan-ferguson-wrongfully-convicted/

১২. Medlin, G. (n.d.). *Miscarriages of Justice Linked to "Dr Death" James Grigson Continue.* Retrieved from The Medlin Law Firm: https://www.medlinfirm.com/blog/miscarriages-of-justice-linked-to-dr-death-james-grigson-continue/

১৩. PBS. (n.d.). About the Central Park Five Fim. Retrieved from PBS: https://www.pbs.org/kenburns/the-central-park-five/about

১8. Project, I. (n.d.). All Cases. Retrieved from Innocence Project: https://innocenceproject.org/all-cases/

১৫. Quinn, A. (2012, December 20). Film review: West of Memphis - Amy Berg's documentary about Arkansas child murders. Retrieved from Independent UK: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/reviews/film-review-west-of-memphis-amy-berg-s-documentary-about-arkansas-child-murders-8427930.html

১৬. SANCHEZ, S. (n.d.). Crime Control and Due Process Model. Retrieved from Open Oregon: https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/1-8-due-process-and-crime-control-model/

১৭. Shaw, J. (2017, September 8). What Netflix's "The Confession Tapes" Teach Us about the Psychology of Interrogations. Retrieved from Scientific American: https://blogs.scientificamerican.com/observations/what-netflixs-the-confession-tapes-teach-us-about-the-psychology-of-interrogations/

১৮. Yuhas, A. (2021, March 31). It's Time to Revisit the Satanic Panic. Retrieved from New York Times: https://www.nytimes.com/2021/03/31/us/satanic-panic.html

Society Language and Culture